আদি-লীলা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কৃপাসুধাসরিদ্ যস্য বিশ্বমাপ্লাবয়ন্ত্যপি।
নীচগৈব সদা ভাতি তং চৈতন্যপ্রভুং ভজে ॥ ১

জয়জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥ ১

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

কৃপাসুধেতি। তং চৈতন্যপ্রভুং ভজেঽহং শরণং ব্রজামি। যস্য চৈতন্যপ্রভোঃ কৃপাসুধাসরিৎ অনুগ্রহরূপামৃতনদী বিশ্বং জগৎ সর্ব্বং আপ্লাবয়ন্তী তথাপি সদা নীচগা নীচেন গচ্ছতী এব ভাতি দেদীপ্যবতী ভবতীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী।১।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৈশোর-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্লো। ১। অন্বয়। যস্য (যাঁহার—যে শ্রীচৈতন্য-প্রভুর) কৃপাসুধাসরিৎ (কৃপারূপ অমৃত-নদী) বিশ্বং (জগৎকে) আপ্লাবয়ন্তী অপি (সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়াও) সদা (সর্ব্বদা) নীচগা এব (নীচগামিনীরূপেই) ভাতি (প্রকাশ পাইতেছে), তং (সেই) চৈতন্যপ্রভুং (শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে) ভজে (আমি ভজনা করি)।

অনুবাদ। যাঁহার করুণারূপ অমৃতনদী বিশ্বকে সম্যক্‌রূপে প্লাবিত করিয়াও সর্ব্বদা নীচগামিনীরূপেই প্রকাশ পাইতেছে, আমি সেই শ্রীচৈতন্যপ্রভুকে ভজনা করি।১।

কৃপাসুধাসরিৎ—কৃপারূপ সুধা (অমৃত), তাহার সরিৎ (নদী); শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাকে সুধার সহিত তুলনা করা হইয়াছে; ইহাতে গৌরকৃপার মাধুর্য্য, নিত্যত্ব এবং সর্ব্ব-সন্তাপ-নাশিত্ব সূচিত হইয়াছে। এতাদৃশী কৃপা সরিৎ বা নদীর ন্যায় সমগ্র বিশ্বে প্রবাহিত। নদী যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হয়, পথে যাহা কিছু থাকে, সমস্তকেই ভাসাইয়া লইয়া যায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাও তদ্রূপ অবিচ্ছিন্নভাবে অনবরত প্রবাহিত হইয়া সমগ্র বিশ্বকে প্লাবিত করিতেছে—**আপ্লাবয়ন্তী**—আ-(সম্যক্‌রূপে) প্লাবয়ন্তী (প্লাবিত করিতেছে)—বিশ্বের কোনও অংশই—কোনও জীবই—এই কৃপার স্পর্শ হইতে বঞ্চিত হয় না। কিন্তু নদীর জল যে সকল স্থানকে প্লাবিত করে, তাহাদের সর্ব্বত্রই যেমন পরে জল দেখিতে পাওয়া যায় না—উচ্চ বা সমতল স্থান হইতে সেই জল যেমন আপনা-আপনিই সরিয়া যায়, কিন্তু নিম্নস্থানেই তাহা যেমন আবদ্ধ হইয়া থাকে এবং আবদ্ধ থাকিয়া ঐ স্থান দিয়াই নদীর জল যাওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে—তদ্রূপ, শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপা সকলের উপর সমানভাবে বর্ষিত হইলেও সকলে তাহা ধারণ বা রক্ষা করিতে পারেনা, অভিমানাদিতে যাহাদের হৃদয় স্ফীত হইয়া আছে, তাহারা এই কৃপাকে রক্ষা করিতে পারেনা, এই কৃপাধারা যে তাহাদিগকেও স্পর্শ করিয়া যাইতেছে, তাহার কোনও নিদর্শনও তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু ভক্তিরাণীর কৃপায় যাঁহারা সর্ব্বোত্তম হইয়াও আপনাদিগকে নিতান্ত হীন—নীচ—বলিয়া মনে করেন—গর্ব্বাভিমান যাঁহাদের চিত্তকে স্ফীত করিতে পারেনা—প্রভুর কৃপাধারা তাঁহাদের চিত্তেই ধরা পড়িয়া যায়, রক্ষিত হয়, রক্ষিত হইয়া কৃপানদীর পথের পরিচয় প্রদান করে। এইরূপে, অভিমানশূন্য ভক্তহৃদয়েই গৌরকৃপার নিদর্শন জাগ্রত থাকে বলিয়া সাধারণতঃ লোকে মনে করেন--অভিমানশূন্য ভক্তহৃদয়েই গৌরকৃপার আবির্ভাব হয়, অন্যত্র হয় না;

জীয়াৎ কৈশোরচৈতন্যো মূর্ত্তিমত্যা গৃহাশ্রমাৎ।
লক্ষ্ম্যার্চ্চিতোঽথ বাগ্দেব্যা দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ ॥ ২

এই ত কৈশোর-লীলার সূত্র অনুবন্ধ।
শিষ্যগণ পঢ়াইতে করিলা আরম্ভ ॥ ২

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

জীয়াদিতি। কৈশোরচৈতন্যঃ কৈশোরবয়সি স্থিতঃ শ্রীশচীনন্দনঃ জীয়াৎ জয়যুক্তো ভবতি সর্ব্বোৎকর্ষেণ বর্ত্ততে ইত্যর্থঃ। স চৈতন্যঃ কথম্ভূতঃ গৃহাশ্রমাৎ যজ্ গর্ভাদিত্বাৎ পঞ্চমী গৃহাশ্রমং প্রাপ্যেত্যর্থঃ মূর্ত্তিমত্যা শরীরধারিণ্যা লক্ষ্ম্যা. অর্চ্চিতঃ সর্ব্বপ্রকারেণ সেবিতঃ। তথান্তরং বাগ্দেব্যা সরস্বত্যা দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ অর্চ্চিতঃ চক্রবর্ত্তী। ২।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তাই বলা হইয়াছে, গৌরকৃপারূপ অমৃতনদী সর্ব্বদা যেন **নীচগা এব ভাতি**—নিম্নগামিনীরূপেই প্রকাশ পায়—মনে হয় যেন, নিম্ন স্থান (অভিমানহীন ভক্তহৃদয়) ব্যতীত অন্যত্র তাহার গতিই নাই। বৃষ্টির জল সর্ব্বত্র সমানভাবে পতিত হইলেও কেবলমাত্র গর্ত্তাদিতেই যেমন তাহা জমিয়া থাকে, উচ্চ বা সমতল স্থানে যেমন তাহা জমেনা,—তদ্রূপ গৌরকৃপা সকলের উপর সমানভাবে বর্ষিত হইলেও অভিমানশূন্য ভক্তই তাহা গ্রহণ করিতে পারে, অন্যে পারেনা। তাই সাধারণ লোক মনে করে, ভগবান্ কেবল ভক্তকেই কৃপা করেন, অন্যের প্রতি তাঁহার কৃপা নাই; **কিন্তু বস্তুতঃ** তাহা নহে; তাঁহার কৃপা সর্ব্বত্র সমানভাবে বর্ষিত হইতেছে—কেবল পাত্রভেদে ইহার প্রকাশের পার্থক্যমাত্র হয়।

শ্লো। ২। অন্বয়। গৃহাশ্রমাৎ (গৃহাশ্রমে—গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া) মূর্ত্তিমত্যা (মূর্ত্তিমতী) লক্ষ্ম্যা (লক্ষ্মী—লক্ষ্মীপ্রিয়া—কর্ত্তৃক) অর্চ্চিতঃ (অর্চ্চিত) অথ (এবং) দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ (দিগ্বিজয়ী-পরাজয়চ্ছলে) বাগ্দেব্যা (সরস্বতীকর্ত্তৃক) [অর্চ্চিতঃ] (অর্চ্চিত—পূজিত) কৈশোরচৈতন্যঃ (কিশোর-বয়সস্থিত শ্রীচৈতন্যদেব) জীয়াৎ (জয়যুক্ত হউন)।

অনুবাদ। যিনি গৃহস্থাশ্রমে মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী লক্ষ্মীপ্রিয়াকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছেন এবং দিগ্বিজয়ি-পরাজয়চ্ছলে বাগ্দেবীকর্ত্তৃক অর্চ্চিত হইয়াছেন, সেই কৈশোর-বয়সস্থিত শ্রীচৈতন্যদেব জয়যুক্ত হউন। ২।

গৃহাশ্রমাৎ—কোনও কোনও গ্রন্থে "গৃহাগমাৎ" পাঠ আছে; অর্থ—গৃহাগমাৎ গৃহাশ্রমং প্রাপ্যেত্যর্থঃ—গৃহস্থাশ্রমকে প্রাপ্ত হইয়া; গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া। উভয় পাঠের অর্থ একই। **মূর্ত্তিমত্যা লক্ষ্ম্যা**—মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-কর্ত্তৃক; এস্থলে প্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে; স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীই যেন নারীদেহ ধারণ করিয়া প্রভুর গৃহিণীরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। বস্তুতঃ, বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী, জানকী ও রুক্মিণী—ইঁহাদের মিলিত বিগ্রহই লক্ষ্মীপ্রিয়া (গৌরগণোদ্দেশ। ৪৫।)। **দিশাং জয়িজয়চ্ছলাৎ**—দিশাং জয়ী (দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত) তাঁহার জয় (পরাজয়ের) ছলে (উপলক্ষে)। এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত নবদ্বীপের পণ্ডিতগণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন; শাস্ত্রযুদ্ধে প্রভু তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই শাস্ত্রযুদ্ধ উপলক্ষে, দেবী সরস্বতী দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতের মুখে অশুদ্ধ শ্লোকাদি প্রকটিত করিয়া তাঁহার পরাজয়ের—সুতরাং প্রভুর জয়ের—সুযোগ করিয়া দিয়াছিলেন; ইহাতেই বাগ্দেবীকর্ত্তৃক প্রভুর সেবা করা হইল। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে দিগ্বিজয়ি-জয়ের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

কৈশোর-বয়সেই প্রভু শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর সহিত গৃহস্থাশ্রম উপভোগ করিয়াছেন এবং দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতকে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া স্বীয় অদ্ভুত বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়াছেন। এই শ্লোকে সংক্ষেপে ১৬শ পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়ের উল্লেখ করা হইল। (পূর্ব্ববর্ত্তী ১৫শ অধ্যায়ের দ্বিতীয়-শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)।

২। কৈশোর—দশ হইতে পনর বৎসর বয়স পর্য্যন্ত কৈশোর।

শতশত শিষ্যসঙ্গে সদা অধ্যাপন।
ব্যাখ্যা শুনি সর্ব্বলোকের চমকিত মন ॥ ৩
সর্ব্বশাস্ত্রে সর্ব্বপণ্ডিত পায় পরাজয়।
বিনয়ভঙ্গীতে কারো দুঃখ নাহি হয় ॥ ৪
বিবিধ ঔদ্ধত্য করে শিষ্যগণসঙ্গে।
জাহ্নবীতে জলকেলি করে নানারঙ্গে ॥ ৫
কথোদিনে কৈল প্রভু বঙ্গেতে গমন।
যাহাঁ যায় তাহাঁ লওয়ায় নামসঙ্কীর্ত্তন ॥ ৬
বিদ্যার প্রভাব দেখি চমৎকার চিতে।
শত শত পঢ়ুয়া আসি লাগিল পঢ়িতে ॥ ৭
সেই দেশে বিপ্র—নাম মিশ্র তপন।
নিশ্চয় করিতে নারে সাধ্য সাধন ॥ ৮
বহুশাস্ত্রে বহুবাক্যে চিত্তে ভ্রম হয়।
'সাধ্য-সাধন শ্রেষ্ঠ' না হয় নিশ্চয় ॥ ৯

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অনুবন্ধ—১।১৩।৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

কৈশোরেই প্রভু টোল করিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতে আরম্ভ করেন।

৪। **সর্ব্বশাস্ত্রে** ইত্যাদি—প্রভু নিজের টোলে সাধারণতঃ ব্যাকরণ পড়াইতেন। কিন্তু সমস্ত শাস্ত্রেই তাঁহার অভিজ্ঞতা ছিল; সমস্ত শাস্ত্রের বিচারেই তিনি অন্য সমস্ত পণ্ডিতকে পরাজিত করিতেন। **বিনয় ভঙ্গীতে** ইত্যাদি—কিন্তু পরাজিত হইলেও শ্রীচৈতন্যের বিনয়-গুণে পণ্ডিতগণ দুঃখিত হইতেন না। শাস্ত্র-বিচারকালে তিনি প্রতিপক্ষের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন না, প্রতিপক্ষ যে তাঁহা অপেক্ষা কোনও বিষয়ে হীন—তাঁহার কথাবার্ত্তায় বা ভাব-ভঙ্গীতে এরূপ কিছু প্রকাশ পাইত না, তিনি প্রতিপক্ষের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাইতেন; এ সমস্ত কারণে পরাজিত হইলেও পণ্ডিতগণ দুঃখিত হইতেন না।

৫। **বিবিধ ঔদ্ধত্য**—নানারূপ চঞ্চলতা। তাঁহার টোলের ছাত্রগণকে সঙ্গে লইয়া গঙ্গাতীরাদিতে যাইতেন এবং সেই স্থানে নানাবিধ ঔদ্ধত্য প্রকাশ করিতেন; কখনও বা তাঁহাদিগকে লইয়া প্রভু গঙ্গায় জলকেলি করিতেন।

৬-৭। **কথোদিনে**—কিছুকাল পরে। **বঙ্গেতে**—বঙ্গদেশে, পূর্ব্ববঙ্গে।

নাম-প্রেম-প্রচারের নিমিত্তই প্রভুর অবতার; কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে আসার পূর্ব্বে নবদ্বীপে প্রভু নাম-প্রেম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া জানা যায় না; অধ্যাপকরূপে তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে আসেন, তখনই তিনি সর্ব্বপ্রথমে নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিতে আরম্ভ করেন; তিনি পূর্ব্ববঙ্গের যে যে স্থানে গিয়াছেন, সে সে স্থানেই নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করিয়াছেন; এইরূপে, পূর্ব্ববঙ্গেই প্রভুর নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচারের আরম্ভ হয়। অধ্যাপকরূপে তাঁহার সুখ্যাতির প্রসারও পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল; তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া শত শত বিদ্যার্থী তাঁহার ছাত্রত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। **পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান-কালেও প্রভু শত শত বিদ্যার্থীর অধ্যাপনা করিয়াছেন।**

৮-৯। **সেই দেশে**—পূর্ব্ববঙ্গে। **বিপ্র নাম** ইত্যাদি—তপন-মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণ; পূর্ব্ববঙ্গের পদ্মা-নদীতীরে কোনও স্থানে তাঁহার নিবাস ছিল; শ্রীমন্ মহাপ্রভু পূর্ব্ববঙ্গ ভ্রমণ কালে সে স্থানে আসিয়াছিলেন। সুকৃতি তপন-মিশ্র সর্ব্বদা নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেন; কিন্তু সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নির্ণয় করিতে না পারিয়া অপর কোনও সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে পারেন নাই। সাধ্য-সাধন-নির্ণয়ের নিমিত্ত তিনি অনেক শাস্ত্রের আলোচনা করিয়াছেন; কিন্তু বহু শাস্ত্রের বহু উক্তি দ্বারা তাঁহার সন্দেহ আরও বাড়িয়া গেল মাত্র—শ্রেষ্ঠ সাধ্য কি, তাহার সাধনই বা কি, তাহা তিনি নির্ণয় করিতে পারিলেন না। অবশেষে স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া তিনি প্রভুর শরণাপন্ন হয়েন; প্রভু তাঁহাকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বের কথা বলিলেন এবং নামসঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া কৃতার্থ করিলেন। তপনমিশ্রের ইচ্ছা ছিল—তিনি নবদ্বীপে যাইয়া প্রভুর নিকটে বাস করেন। কিন্তু প্রভু তাঁহাকে কাশীবাস করার আদেশ দিলেন। তদনুসারে তিনি সপরিবারে কাশীতে গিয়া বাস করিতে থাকেন। সন্ন্যাসের পরে প্রভু যখন ঝারিখণ্ডের পথে বৃন্দাবনে গিয়াছিলেন, তখন যাওয়ার এবং আসার কালে কাশীতে তপন-মিশ্রের গৃহেই তিনি ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

স্বপ্নে এক বিপ্র কহে—শুনহ তপন।
নিমাই পণ্ডিত-পাশে করহ গমন ॥ ১০
তেঁহো তোমার সাধ্যসাধন করিবে নিশ্চয়।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর তেঁহো নাহিক সংশয় ॥ ১১

স্বপ্ন দেখি মিশ্র আসি প্রভুর চরণে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥ ১২
প্রভু তুষ্ট হঞা সাধ্যসাধন কহিল।
'নামসঙ্কীর্ত্তন কর' উপদেশ কৈল ॥ ১৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

সাধ্য-সাধন—সাধ্য ও সাধন। যাহা পাওয়ার নিমিত্ত লোক ভজনাদি করে, তাহাকে বলে সাধ্য; আর সেই সাধ্য-বস্তুটী লাভ করার নিমিত্ত যে উপায় অবলম্বন করিতে হয়, যে সমস্ত অনুষ্ঠানাদির আচরণ করিতে হয়, তৎ-সমস্তকে বলে সাধন। লোক-সমূহের মধ্যে কাহারও কাম্য স্বর্গপ্রাপ্তি, কাহারও কাম্য পরমাত্মার সহিত মিলন, কাহারও কাম্য ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য, আবার কাহারও কাম্য বা ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি; এ সকল স্থলে—স্বর্গপ্রাপ্তি, পরমাত্মার সহিত মিলন, ব্রহ্ম-সাযুজ্য, ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তি প্রভৃতি হইল বিভিন্ন সাধ্যবস্তু। স্বর্গপ্রাপ্তির নিমিত্ত বেদাদি-বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়; পরমাত্মার সহিত মিলনের নিমিত্ত যোগের অনুষ্ঠান করিতে হয়; ব্রহ্ম-সাযুজ্যের নিমিত্ত জ্ঞানমার্গের অনুসরণ করিতে হয়; ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তির নিমিত্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়; এ সকল স্থলে—কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি প্রভৃতি হইল বিভিন্ন সাধন। যেরূপ সাধনের অনুষ্ঠান করা হয়, তদনুকূল সাধ্যবস্তুই লাভ হইয়া থাকে; জ্ঞানমার্গের অনুষ্ঠানে—ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ হইতে পারে, কিন্তু ভগবৎ-সেবা পাওয়া যাইবে না।

বহু শাস্ত্রে ইত্যাদি—বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন সাধ্য ও বিভিন্ন সাধনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; জ্ঞানমার্গের শাস্ত্রে ব্রহ্মসাযুজ্যের এবং জ্ঞানের প্রাধান্য বর্ণিত হইয়াছে; ভক্তিমার্গের শাস্ত্রে ভগবৎ-সেবা ও সাধন-ভক্তির প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে; এইরূপে বিভিন্ন শাস্ত্রে বিভিন্ন সাধ্য ও সাধনের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে; তাই বহু শাস্ত্রের আলোচনা করিলে শ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং তদনুকূল শ্রেষ্ঠ সাধন তো সাধারণতঃ নির্ণীত হয়ইনা, বরং সন্দেহ ও গোলযোগ আরও বাড়িয়া যায়। **চিত্তে ভ্রম হয়**—জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ, না ভক্তিই শ্রেষ্ঠ, না কি যোগই শ্রেষ্ঠ, আবার ব্রহ্ম-সাযুজ্যই শ্রেষ্ঠ, না কি ভগবৎসেবা-প্রাপ্তিই শ্রেষ্ঠ ইত্যাদি বিষয়ে ভ্রান্তি বা গোলযোগ উপস্থিত হয়। **সাধ্য-সাধন-শ্রেষ্ঠ**—সাধ্যবস্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন্‌টী এবং সাধনের মধ্যেই বা শ্রেষ্ঠ কোন্‌টী তাহা। অথবা, শ্রেষ্ঠ-সাধ্যবস্তু-প্রাপ্তির অনুকূল সাধন কি, তাহা।

১০-১১। তপন-মিশ্র সাধ্য-সাধন নির্ণয় করিতে না পারিয়া মনে সোয়াস্তি পাইতেছিলেন না; সর্ব্বদাই এই বিষয়ে চিন্তা করিতেন; এরূপ অবস্থায় একদিন রাত্রি-শেষে তিনি স্বপ্নে দেখিলেন—এক ব্রাহ্মণ আসিয়া, নিমাই-পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া সাধ্য-সাধনতত্ত্ব অবগত হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে উপদেশ দিতেছেন। শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বলেন, "এক দেব মূর্ত্তিমান্" তপন মিশ্রকে স্বপ্নে উপদেশ করিয়াছেন। "ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি শেষে। সুস্বপ্ন দেখিল দ্বিজ নিজ ভাগ্যবশে॥ সম্মুখে আসিয়া এক দেব মূর্ত্তিমান্। ব্রাহ্মণেরে কহে গুপ্ত চরিত্র-আখ্যান॥ শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম সুধীর। চিন্তা না করিহ আর, মন কর স্থির॥ নিমাই-পণ্ডিত-পাশ করহ গমন। তিঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য সাধন॥ মনুষ্য নহেন তিঁহো—নর-নারায়ণ। নররূপে লীলা তাঁর জগত কারণ॥ বেদগোপ্য এ সকল না কহিবে কারে। কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে॥—শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি। ১২॥" **সাক্ষাৎ ঈশ্বর** ইত্যাদি—তিনি সাধারণ মানুষ নহেন; পরন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর—স্বয়ং ভগবান্; তাই কোন্‌টী শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু, আর তাহার অনুকূল সাধনই বা কি, তাহা তিনিই নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিবেন।

১৩। শ্রেষ্ঠ সাধ্যবস্তু কি এবং তাহার অনুকূল সাধনই বা কি, তাহা প্রভু তপন-মিশ্রকে বুঝাইয়া বলিলেন; বলিয়া তাঁহাকে নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবার জন্য উপদেশ দিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদি খণ্ড দ্বাদশ অধ্যায় হইতে জানা যায়, তপন-মিশ্র প্রভুর নিকটে সাধ্যসাধন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসু হইলে, প্রভু বলিলেন—"যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য।"—শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই যে জীবের সাধ্যবস্তু, ইহাই প্রভু বলিলেন। সাধনসম্বন্ধে প্রভু বলিলেন—"কলিযুগে নামযজ্ঞ সার॥ * * হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥" আরও জানা যায়—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।

তাঁর ইচ্ছা—প্রভুসঙ্গে নবদ্বীপে বসি।
প্রভু আজ্ঞা দিল—তুমি যাও বারাণসী ॥ ১৪
তাহাঁ আমার সঙ্গে তোমার হবে দরশন।
আজ্ঞা পাঞা মিশ্র কৈল কাশীতে গমন ॥ ১৫
প্রভুর অতর্ক্যলীলা বুঝিতে না পারি—।
স্বসঙ্গ ছাড়াঞা কেনে পাঠায় কাশীপুরী ? ॥ ১৬
এইমত বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত।
নাম দিয়া ভক্ত কৈল—পঢ়াঞা পণ্ডিত ॥ ১৭

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥”—এই ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর কীর্ত্তন করার নিমিত্তই প্রভু তপন-মিশ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই নাম-মন্ত্র উপদেশ দিয়া প্রভু বলিলেন—“সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥” প্রভু তপন-মিশ্রকে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব বুঝাইয়া বলিয়াছেন, মিশ্রও তাহা শুনিয়াছেন; মিশ্র স্বপ্নে জানিয়াছেন—প্রভু স্বয়ং ভগবান্; সুতরাং প্রভুর কথায় তিনি দৃঢ় বিশ্বাসই স্থাপন করিয়াছেন—প্রভু যাহা বলিলেন, তাহাই শ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং শ্রেষ্ঠ সাধন—এ বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না; কিন্তু তিনি প্রভুর কথা কানে শুনিলেন এবং মনে বিশ্বাস করিলেন মাত্র—উপদিষ্ট বিষয়-সম্বন্ধে তখনও তাঁহার অনুভূতি লাভ হয় নাই; মিছরী যে মিষ্ট, তাহা শুনিলেন এবং বিশ্বাস করিলেন; কি করিলে মিছরীর মিষ্টত্ব আস্বাদন করা যায়, তাহাও জানিলেন; কিন্তু তখনও সে মিষ্টত্বের আস্বাদন তিনি পায়েন নাই। তাই প্রভু তাঁহাকে বলিলেন—“মিশ্র, তুমি এই ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর জপ কর; ইহাই তোমার সাধন; জপ করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা যখন কাটিয়া যাইবে, তখনই তোমার চিত্তে প্রেমাঙ্কুর বা কৃষ্ণরতির উদয় হইবে; প্রেমাঙ্কুর জন্মিলেই সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে তোমার সাক্ষাৎ অনুভূতি জন্মিবে এবং তখনই তুমি নিজে অনুভব করিতে পারিবে যে, নামসঙ্কীর্ত্তনই সেই সাধ্যবস্তু-লাভের পক্ষে শ্রেষ্ঠ সাধন।” পিত্তাধিক ব্যক্তির জিহ্বায় মিছরীও তিক্ত বলিয়া মনে হয়; পিত্ত-প্রশমনের নিমিত্ত চিকিৎসক তাহাকে মিছরীর সরবৎ পানেরই উপদেশ দেন; মিছরীর সরবৎও প্রথমে তিক্ত বলিয়া মনে হয়; কিন্তু সরবৎ পান করিতে করিতে যখন পিত্ত দূরীভূত হয়, তখনই মিছরীর মিষ্টত্ব অনুভূত হয়। তদ্রূপ, নাম-সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে চিত্তের মলিনতা যখন দূরীভূত হইবে, চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, হরিনামের আস্বাদন তখনই পাওয়া যাইবে, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সাধ্য বস্তু কি—তখনই তাহাও অনুভূত হইবে। চিত্তে প্রেমের উদয় হইলে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত ভক্তের বলবতী উৎকণ্ঠা জন্মে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবাই এক মাত্র কাম্য বস্তু বা সাধ্যবস্তু বলিয়া তখন তাঁহার অনুভব হয়। তাই, প্রভু বলিয়াছেন, “চিত্তে যখন প্রেমাঙ্কুর হইবে, তখনই অনুভব করিতে পারিবে—সাধ্য বস্তু কি এবং তাহার সাধনই বা কি।” ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, কৃষ্ণ-সেবাকেই শ্রেষ্ঠ সাধ্য এবং নাম-সঙ্কীর্ত্তনকেই তাহার শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু তপন-মিশ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন।

১৪-১৫। **তাঁর ইচ্ছা**—তপনমিশ্রের ইচ্ছা। **প্রভুসঙ্গে** ইত্যাদি—প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে বাস করিতে। **তাঁহা**—বারাণসীতে; কাশীতে। মনে হয়, প্রভু যে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া একবার কাশীতে যাইবেন, এই সঙ্কল্প পূর্ব্ববঙ্গ-ভ্রমণসময়েই প্রভুর মনে ছিল। তাই তপন-মিশ্রকে বলিলেন—তুমি কাশীতে যাও, সেখানেই আমার সঙ্গে তোমার মিলন হইবে।

১৬। **অতর্ক্য লীলা**—যুক্তিতর্ক দ্বারা যে লীলার উদ্দেশ্যাদি নির্ণয় করা যায় না। তপনমিশ্র নবদ্বীপে প্রভুর সঙ্গে থাকিতে চাহিলেন; প্রভু কেন তাঁহাকে নিজের সঙ্গ হইতে বঞ্চিত করিয়া কাশীতে পাঠাইলেন—তাহা প্রভুই জানেন; লৌকিক যুক্তি-তর্ক দ্বারা তাঁহার উদ্দেশ্য নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র; কারণ, প্রভুর লীলা যুক্তি-তর্কের অগোচর—অতর্ক্য।

“অতর্ক্যলীলা” স্থলে কোনও কোনও গ্রন্থে “অনন্ত লীলা” পাঠান্তর আছে; প্রকরণ দেখিয়া “অতর্ক্যলীলা” পাঠই অধিকতর সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

স্বসঙ্গ—প্রভুর নিজের সঙ্গ বা সান্নিধ্য।

১৭। **এই মত**—পূর্ব্বোক্তরূপে; নামসঙ্কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া এবং শাস্ত্রাদি পড়াইয়া। **বঙ্গের**

এইমত বঙ্গে প্রভু করে নানা লীলা।
এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥ ১৮
প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল।
বিরহসর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥ ১৯

অন্তরে জানিলা প্রভু—যাতে অন্তর্যামী।
দেশেরে আইলা প্রভু শচী-দুঃখ জানি ॥ ২০
ঘরে আইলা প্রভু লঞা বহু ধন জন।
তত্ত্বজ্ঞানে কৈলা শচীর দুঃখ বিমোচন ॥ ২১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

লোকের—পূর্ব্ববঙ্গবাসী লোকগণের। **নাম দিয়া**—শ্রীশ্রীহরিনাম কীর্ত্তনের উপদেশ দিয়া এবং কি নাম জপ করিতে হইবে, তাহা—ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর—বলিয়া দিয়া।

১৮। এইরূপে প্রভু পূর্ব্ববঙ্গে বিহার করিতেছেন; এদিকে নবদ্বীপে কিন্তু তাঁহার প্রেয়সী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী তাঁহার বিরহে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন। **লক্ষ্মী**—প্রভুর প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী। **বিরহে**—পতিবিরহে; প্রভুর অনুপস্থিতিতে। লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর বিরহ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবত বলেন—"এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে। অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে॥ নিরবধি দেবী করে আইর সেবন। প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন॥ নামেরে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে। ঈশ্বরবিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে॥ একেশ্বর সর্ব্বরাত্রি করেন ক্রন্দন। চিত্তে স্বাস্থ্য লক্ষ্মী না পায়েন কোন্ ক্ষণ॥ ঈশ্বরবিচ্ছেদে লক্ষ্মী না পারি সহিতে। ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে। নিজ প্রতিকৃতি দেহ থুই পৃথিবীতে। চলিলেন প্রভুপাশে অতি অলক্ষিতে॥ প্রভুপাদপদ্ম লক্ষ্মী করিয়া হৃদয়। ধ্যানে গঙ্গাতীরে দেবী করিলা বিজয়॥—শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি। ১২॥"

১৯। **প্রভুর বিরহ-সর্প**—প্রভুর বিরহরূপ সর্প। **দংশিল**—দংশন করিল। **বিরহ-সর্প-বিষে**—বিরহরূপ সর্পের বিষে। **তাঁর**—লক্ষ্মীদেবীর। **পরলোক হৈল**—অন্তর্ধান হইল।

প্রভুর বিরহ-যন্ত্রণা যে পতিপ্রাণা লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর পক্ষে তীব্র-সর্প-বিষের যন্ত্রণা অপেক্ষাও অসহ্য ছিল—সম্ভবতঃ তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই লীলাশক্তি সর্প-দংশনের ব্যপদেশে লক্ষ্মীদেবীকে অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করাইলেন। মুরারি-গুপ্তের কড়চা হইতে জানা যায়—লক্ষ্মীদেবী একদিন গৃহে অবস্থান করিতেছেন, এমন সময় হঠাৎ এক সর্প আসিয়া তাঁহার পাদমূলে দংশন করিল। শচী-দেবী তাহা জানিতে পারিয়া ওঝাদিগকে আনাইয়া অত্যন্ত যত্নের সহিত নানাবিধ উপায়ে বিষ অপসারিত করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না; তখন একেবারে হতাশ হইয়া প্রতিবেশিনী রমণীগণকে সঙ্গে করিয়া তিনি প্রাণসমা বধূকে গঙ্গাতীরে আনয়ন করিলেন এবং তুলসীদামে তাঁহাকে বিভূষিত করিয়া রমণীগণের সহিত শ্রীহরিনাম কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এই কীর্ত্তনের মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে লক্ষ্মীদেবী লীলা সম্বরণ করিলেন;—শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃতম্। ১।১১।২১-২৬॥"

২০। **অন্তরে জানিলা** ইত্যাদি—প্রভু অন্তর্য্যামী; তাই লোকমুখে না শুনিয়া থাকিলেও তিনি লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের কথা জানিতে পারিলেন। **দেশেরে** ইত্যাদি—প্রভু বুঝিতে পারিলেন, লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানে শচীমাতার অত্যন্ত দুঃখ হইয়াছে; প্রভুর প্রবাসকালে এই দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে বলিয়া শচীমাতার দুঃখ অনেকগুণে বর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রভু ইহাও মনে করিলেন যে, তিনি যে পর্য্যন্ত বাড়ীতে ফিরিয়া না যাইবেন, সেই পর্য্যন্ত শচীমাতার দুঃখ ক্রমশঃই অধিকতর যন্ত্রণাদায়ক হইতে থাকিবে; তাই প্রভু দেশের দিকে—নবদ্বীপে—ফিরিয়া গেলেন।

২১। **বহু ধনজন**—পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থানকালে প্রভু বহু ধনরত্নাদি উপঢৌকন পাইয়াছিলেন; সে সমস্ত লইয়া তিনি নবদ্বীপে আসিলেন। আবার, নবদ্বীপে থাকিয়া প্রভুর নিকট পড়িবার উদ্দেশ্যেও অনেক ছাত্র (জন) প্রভুর সঙ্গে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন। কোনও কোনও গ্রন্থে "বহু ধন জন" স্থলে "বহু ধন" পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। **তত্ত্বজ্ঞানে**—তত্ত্ববিষয়ক উপদেশদ্বারা। নবদ্বীপে ফিরিয়া আসার পরে শচীমাতার ভাবভঙ্গীতে এবং লোকমুখে

শিষ্যগণ লৈয়া পুনঃ বিদ্যার বিলাস।
বিদ্যাবলে সভা জিনি ঔদ্ধত্য-প্রকাশ ॥ ২২

তবে বিষ্ণুপ্রিয়াঠাকুরাণীর পরিণয়।
তবে ত করিল প্রভু দিগ্বিজয়িজয় ॥ ২৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পত্নীবিয়োগের সংবাদ পাইয়া প্রভু "ক্ষণেক রহিলা কিছু হেট মাথা করি॥ প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার। তূষ্ণী হই রহিলেন সর্ব্ববেদসার॥ লোকানুকরণ-দুঃখ ক্ষণেক করিয়া। কহিতে লাগিলা নিজ ধৈর্য্যচিত্ত হৈয়া॥—শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি। ১২॥" পরে, শচীমাতাকে শোকবিহ্বল দেখিয়া তাঁহার সান্ত্বনার নিমিত্ত প্রভু বলিলেন—"কস্য কে পতিপুত্রাদ্যা মোহ এব হি কারণম্।—পতি-পুত্রাদি কে কাহার? অর্থাৎ কেহই কাহারও নহে। মোহই ঐ সকল প্রতীতির কারণ। শ্রীভা, ৮।১৬।১৯।" প্রভু আরও বলিলেন—"মাতা! দুঃখ ভাব কি কারণে। ভবিতব্য যে আছে, সে ঘুচিবে কেমনে॥ এই মত কালগতি—কেহো কারো নহে। অতএব সংসার অনিত্য বেদে কহে॥ ঈশ্বরের অধীন সে সকল সংসার। সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর॥ অতএব যে হইল ঈশ্বর ইচ্ছায়। হইল সে কার্য্য, আর দুঃখ কেনে তায়॥ স্বামীর অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে সুকৃতি। তারে বড় আর কেবা আছে ভাগ্যবতী॥—শ্রীচৈতন্যভাগবত। আদি। ১২॥" এইরূপ তত্ত্বকথা বলিয়া প্রভু শচীমাতার দুঃখ দূর করার চেষ্টা করিলেন।

২২। পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসার পরে প্রভু পুনরায় মুকুন্দ-সঞ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে টোল বসাইয়া ছাত্র পড়াইতে লাগিলেন। পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় তিনি সকলকেই পরাজিত করিতে লাগিলেন; এদিকে আবার সময় সময় বেশ ঔদ্ধত্যও প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর ঔদ্ধত্যসম্বন্ধে শ্রীচৈতন্যভাগবতে একটী উদাহরণ পাওয়া যায় যে, প্রভু কথ্যভাষার অনুকরণ করিয়া নবদ্বীপ-প্রবাসী শ্রীহট্টের লোকদিগকে ঠাট্টা করিতেন। ক্রোধে শ্রীহট্টবাসিগণও বলিতেন—"হয় হয়। তুমি কোন্ দেশী তাহা কহত নিশ্চয়॥ পিতামাতা আদি করি যতেক তোমার। বোলদেখি শ্রীহট্টে না হয় জন্ম কার॥ আপনে হইয়া শ্রীহট্টিয়ার তনয়। তবে গোল কর, কোন্ যুক্তি ইথে হয়।" কিন্তু প্রভু তাহাতে নিরস্ত হইতেন না; "তাবত চালেন শ্রীহট্টিয়ারে ঠাকুর। যাবত তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর॥"—শ্রীচৈতন্য-ভাগবত। আদি। ১৩॥"

২৩। কিছুকাল পরে রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্রের কন্যা শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর সহিত প্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহ হয়। **পরিণয়**—বিবাহ। **দিগ্বিজয়িজয়**—শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে ১১শ অধ্যায়ে দিগ্‌বিজয়িজয়ের বিবরণ লিখিত আছে। জনৈক দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত ভারতবর্ষের নানাস্থানের পণ্ডিতগণকে শাস্ত্রবিচারে পরাজিত করিয়া অবশেষে নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন; নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন; কিন্তু শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে অনায়াসে শাস্ত্রযুদ্ধে পরাস্ত করিয়া দিলেন।

[শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর বিবাহ-প্রসঙ্গে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। তপনমিশ্রকে কাশীতে বাস করিতে বলিয়া প্রভু তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, শীঘ্রই কাশীতে প্রভুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইবে; প্রভু নিজের ভাবী সন্ন্যাসের কথা ভাবিয়াই একথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাহা হইলে, লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের পূর্ব্ব হইতেই তাঁহার মনে সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প ছিল মনে করিতে হইবে। গৃহস্থের পক্ষে সন্ন্যাসের প্রধান অন্তরায় হইতেছে পতিপ্রাণা পত্নী; লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে প্রভুর সন্ন্যাসের এই অন্তরায় দূরীভূত হইল; তথাপি, ইহার পরে প্রভু আবার বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে বিবাহ করিলেন কেন? বিবাহের অত্যল্পকালপরেই পতিপ্রাণা কিশোরী-ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে অপার-দুঃখসাগরে ভাসাইয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হইবে, ইহা জানিয়াও প্রভুর পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার প্রয়োজন ছিল—সন্ন্যাসের উদ্দে-শ্যসিদ্ধির পক্ষেই প্রয়োজন ছিল। একটা বিরাট ত্যাগের দৃষ্টান্তদ্বারা ধর্ম্ম-সম্বন্ধে স্বীয় আন্তরিকতা এবং বলবতী পিপাসার পরিচয় দিয়া বহির্ম্মুখ পড়ুয়া-আদি নিন্দুক লোকদিগের চিত্ত তাঁহার প্রতি অনুকূলভাবে আকৃষ্ট

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

করাই ছিল প্রভুর সন্ন্যাসের মুখ্য উদ্দেশ্য (১।১৭।২৫৫-৫৯ এবং ১।৭।৩৩)। লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্দ্ধানের পরে যদি তিনি পুনরায় বিবাহ না করিতেন, তাহা হইলে বিপত্নীক-অবস্থাতেই তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইত; বিপত্নীক লোকের সন্ন্যাসগ্রহণে লোকের চিত্তে করুণার সঞ্চার হইতে পারে, কিন্তু চিত্তাকর্ষক-চমৎকৃতি ও প্রশংসার ভাব সাধারণতঃ উদিত হয় না—বিপত্নীক প্রভুর সন্ন্যাসেও হয়তো হইত না, না হইলে তাঁহার সন্ন্যাসের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইত। তাই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করার প্রয়োজন ছিল। প্রেমবান্ পতির পক্ষে প্রেমবতী পত্নী স্বভাবতঃই অত্যন্ত আদরের বস্তু; প্রেমবান্ বিপত্নীক লোকের পক্ষে প্রেমবতী দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী আরও অধিকতর আদরের বস্তু—তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়া অপেক্ষা হৃদয়ের কতটুকু অংশ ছিঁড়িয়া ফেলাও বোধ হয় তাদৃশ স্বামীর পক্ষে বরং কম যন্ত্রণাদায়ক; প্রভু কিন্তু তাহাই করিলেন—প্রেমবান্ বিপত্নীক স্বামী দ্বিতীয় পক্ষের প্রেমবতী কিশোরী ভার্য্যা বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-গ্রহণ করিলেন—তাহাতেই তাঁহার সংসার-ত্যাগের মহনীয়তা উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল, তাঁহার বিরুদ্ধপক্ষীয় নিন্দুকদিগের চিত্ত তুমুলভাবে আলোড়িত হইয়া বেগবতী স্রোতস্বতীর আকার ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার চরণে গিয়া মিলিত হইল।

এক্ষণে আর একটী প্রশ্ন উদিত হইতেছে। তাঁহার ত্যাগের গৌরবে তাঁহার নিন্দাকারীদের চিত্তকে তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে তিনি যে সরলা পতিপ্রাণা ভার্য্যাকে অনন্ত দুঃখ-সাগরে নিমজ্জিত করিলেন, ইহাতে কি প্রভুর স্বার্থপরতা প্রকাশ পাইতেছে না? না—ইহাতে তাঁহার স্বার্থের কিছুই নাই। নিন্দাকারীদের চিত্ত তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট করায় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল—নিজের কোনও স্বার্থসিদ্ধি নহে—পরন্তু, তাঁহাদের বহির্ম্মুখতা দূর করিয়া তাঁহাদিগকে প্রেমভক্তির অধিকারী করা। প্রভু অবতীর্ণ হইয়াছেন জগদ্বাসীকে প্রেমভক্তি দিতে—নিন্দুক কয়জন প্রেমভক্তি না পাইলে তাঁহার কার্য্য অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়; তাই তাঁহার সন্ন্যাস। প্রেমভক্তি-বিতরণের কার্য্যে শ্রীনিত্যানন্দাদি পার্ষদবর্গ যেমন তাঁহার সহায়, তাঁহারই স্বরূপশক্তি-বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীও তদ্রূপ তাঁহার সহায়; তিনি ব্যতীত অপর কেহই প্রভুর সংসার-ত্যাগকে নিন্দুকদিগের চিত্তাকর্ষণের উপযোগিনী মহনীয়তা দান করিতে পারিত না। পতিপ্রাণা সাধ্বী রমণী কখনও নিজের সুখ চাহেন না,—চাহেন সর্ব্বদা পতির তৃপ্তি। দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়াও তাহাই করিয়াছেন; তিনি প্রভুর সহধর্ম্মিণী; প্রভুর কোন সঙ্কল্পসিদ্ধির কার্য্যে কোনওরূপ আনুকূল্য করিতে পারিলেই তিনি নিজেকে কৃতার্থ জ্ঞান করিতেন; পতিবিরহে তাঁহার অসহ্য দুঃখ হইয়াছিল সত্য—কিন্তু পতির সঙ্কল্পসিদ্ধির আনুকূল্যবিধায়ক বলিয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী সেই দুঃখকেও বরণীয় জ্ঞানে বক্ষে তুলিয়া লইয়াছেন। বিশেষতঃ, প্রেমভক্তি-বিতরণ কেবল প্রভুর কাজও নয়—ইহা ভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীরও কাজ—ভক্তিরূপে তিনি নিজেকে জগতে ছড়াইয়া দেওয়ার নিমিত্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন বলিয়াইতো বোধ হয় প্রেমভক্তি-বিতরণে প্রভুর এত আগ্রহ; মুখ্যতঃ তাঁর জন্যইতো প্রভুর সন্ন্যাস—প্রভুর সন্ন্যাস বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের গৌণ কারণমাত্র, মুখ্য কারণ—ভক্তিরূপে আপামর সাধারণের চিত্তে নিজেকে অধিষ্ঠিত করার জন্য তাঁর নিজের তীব্র-বাসনা। প্রেমভক্তি-বিতরণের জন্য তিনি প্রভুকে বাহিরে ছাড়িয়া দিলেন; প্রভু সন্ন্যাসী হইলেন; আর সন্ন্যাসিনী না সাজিয়াও পতিপ্রাণা সাধ্বী ঘরে থাকিয়া সন্ন্যাসিনী হইলেন—পতির চরণচিন্তার সুখ ব্যতীত আর সমস্ত সুখের বাসনাকেই তিনি তাঁহার অশ্রুগঙ্গায় ভাসাইয়া দিলেন; আর, কিরূপে প্রেমভক্তি লাভ করিতে হয়, লাভ করিয়াও কিরূপে তাহা রক্ষা করিতে হয়, তাহার আদর্শ জগদ্বাসীকে দেখাইবার নিমিত্ত ভক্তিস্বরূপিণী বিষ্ণুপ্রিয়া যে তীব্র সাধনের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন, তাহার আর তুলনা মিলে কিনা সন্দেহ। গৌরসুন্দর নিজে হরি হইয়া হরি-বলিয়াছেন, আর তাঁর স্বরূপশক্তি—বিষ্ণুপ্রিয়া নিজে ভক্তিস্বরূপিণী হইয়া ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন—জীবের মঙ্গলের জন্য। দেবী-বিষ্ণুপ্রিয়ার মর্ম্মন্তুদ বিরহ দুঃখ, শ্রাবণধারানিন্দি তাঁহার নিরবচ্ছিন্ন নীরব অশ্রু, তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য, তাঁহার তীব্র ভজন—জগদ্বাসীর চিত্তে যে প্রবল-বাত্যার সৃষ্টি করিয়াছে, তাহার গতিমুখে—সকল-রকমের বিরুদ্ধতা, সকল রকমের প্রতিকূলতা—কোন্ দূর-

বৃন্দাবনদাস ইহা করিয়াছেন বিস্তার। | স্ফুট নাহি করে দোষ-গুণের বিচার॥ ২৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দূরান্তরে অপসারিত হইয়া গিয়াছে, তাহা কে বলিবে? প্রভুর সন্ন্যাস, আর বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখ—প্রভুর স্বার্থের জন্য নহে, প্রেমভক্তি-প্রচারের উদ্দেশ্যে; সুতরাং বিষ্ণুপ্রিয়াকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় প্রভুর পক্ষে নিন্দার কথা কিছুই নাই; উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই কার্য্যের দোষ-গুণ বিচার করা কর্ত্তব্য।

আর একটী প্রশ্ন উঠিতেছে। পতিপ্রাণা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ না করিলে লৌকিক দৃষ্টিতে সেই ত্যাগ যদি মহনীয় না হওয়ার আশঙ্কাই থাকে, তাহা হইলে সর্ব্বজ্ঞ প্রভু তাঁহার প্রথমা পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর অন্তর্দ্ধান করাইলেন কেন? অন্তর্দ্ধান করাইবার ইচ্ছা থাকিলে তাঁহাকে বিবাহই বা করিলেন কেন? এই প্রশ্নের উত্তরদানের চেষ্টা করিতে হইলে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর তত্ত্ব কি দেখিতে হইবে। তিনি স্বরূপে লক্ষ্মী—বৈকুণ্ঠেশ্বরী; কান্তারূপে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ পাওয়ার নিমিত্ত লক্ষ্মী কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন; কিন্তু কৃষ্ণপরিকরদের আনুগত্য স্বীকার করেন নাই বলিয়া দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্গ পাইতে পারেন নাই। বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীকৃষ্ণ লক্ষ্মীদেবীর তীব্র-উৎকণ্ঠার অনাদর করিতে পারেন না; বিশেষতঃ নবদ্বীপ-লীলায় তিনি কাহারও বাসনা অপূর্ণ রাখেন নাই। তাই, লক্ষ্মী-দেবীর বাসনা-পূরণের নিমিত্ত নবদ্বীপ-লীলায় প্রভু তাঁহাকে কান্তারূপে অঙ্গীকার করিয়া স্ব-সঙ্গ দান করিলেন। লক্ষ্মীর বাসনা-পূরণই তাঁহাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্য। বিবাহ করিয়া প্রভু তাঁহার অন্তর্দ্ধান করাইলেন কেন? বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী ভগবৎকান্তা হইলেও কৃষ্ণস্বরূপের নিত্যকান্তা নহেন—নারায়ণ-স্বরূপের কান্তা। আর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী হইলেন স্বরূপে সত্যভামা—কৃষ্ণস্বরূপের নিত্যকান্তা। বিষ্ণুপ্রিয়ারূপে সত্যভামা যখন প্রকটিত হইয়াছেন, তখন গৌররূপী কৃষ্ণ তাঁহাকে কান্তারূপে অঙ্গীকার করিবেনই; তাই লক্ষ্মীপ্রিয়াকে বিবাহ করার পরেও প্রভুর পক্ষে বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ অপরিহার্য্য। এক্ষণে আলোচ্য এই যে, লক্ষ্মীপ্রিয়াকে অন্তর্হিত না করাইয়াও প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিতে পারিতেন কিনা? সামাজিক দৃষ্টিতে তৎকালে ইহা বোধ হয় বিশেষ নিন্দনীয় হইত না; কারণ, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যাদি প্রামাণিক ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরও তৎকালে একাধিক পত্নী বিদ্যমান থাকার রীতি দেখা যায়। অন্য এক কারণে বোধ হয় লক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়ার একত্র স্থিতি সম্ভব হইত না। কারণটী এই। বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মীদেবী কৃষ্ণসঙ্গ কামনা করিয়া কঠোর তপস্যা করিয়া থাকিলেও কোনও কৃষ্ণকান্তার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই; তিনি ঐশ্বর্য্যের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত, বৈকুণ্ঠেশ্বরের একমাত্র কান্তা; নিজের পক্ষে অন্য রমণীর আনুগত্য স্বীকারের ধারণাই বোধ হয় তাঁহায় সম্পূর্ণ অপরিচিত; যেখানে আনুগত্যের ভাব নাই, সেখানে সপত্নীত্বও সহনীয় হইতে পারে না; বস্তুতঃ লক্ষ্মীদেবী সপত্নীত্বে অভ্যস্তাও নহেন; এবং আনুগত্য-স্বীকারে অনভ্যস্তা এবং অসম্মতা বলিয়া সপত্নীত্বের সহনশীলতা অর্জ্জন করাও তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না। এইরূপে বিষ্ণুপ্রিয়ার সপত্নীরূপে অবস্থান করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইত না বলিয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করাও প্রভুর পক্ষে অপরিহার্য্য বলিয়াই বোধ হয় লক্ষ্মীস্বরূপা লক্ষ্মীদেবীকে প্রভু অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত করাইলেন।]

২৪-২৫। শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতে দিগ্‌বিজয়ি-জয়-লীলা বর্ণন করিয়াছেন; কিন্তু দিগ্‌বিজয়ীর বাক্যের যে সমস্ত দোষ-গুণের বিচার করিয়া প্রভু তাঁহাকে পরাজিত করিয়াছেন, শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর সে সমস্ত বর্ণন করেন নাই; কবিরাজ-গোস্বামী এই গ্রন্থে সেই সমস্ত দোষ-গুণ প্রকাশ করিতেছেন।

স্ফুট—পরিষ্কাররূপে বর্ণন। **দোষ-গুণের বিচার**—দিগ্‌বিজয়ীর বাক্যের দোষ ও গুণের বিচার। **সেই অংশ**—বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর যে অংশ উল্লেখ করেন নাই, সেই অংশ; দোষ-গুণের বিচারাত্মক অংশ। **তাঁরে**—বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরকে। **যা শুনি**—যে অংশ শুনিয়া; যে দোষ-গুণের বিচার শুনিয়া। পরবর্ত্তী ২৬-৮০ পয়ারে এই বিচার-প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

সেই অংশ কহি তাঁরে করি নমস্কার।
যা শুনি দিগ্বিজয়ী কৈল আপনা ধিক্কার ॥ ২৫
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রি, প্রভু শিষ্যগণসঙ্গে।
বসি আছেন গঙ্গাতীরে বিদ্যার প্রসঙ্গে ॥ ২৬
হেনকালে দিগ্বিজয়ী তাহাঁই আইলা।
গঙ্গার বন্দনা করি প্রভুরে মিলিলা ॥ ২৭
বসাইলা তাঁরে প্রভু আদর করিয়া।
দিগ্বিজয়ী কহে, মনে অবজ্ঞা করিয়া—॥ ২৮
ব্যাকরণ পড়াহ নিমাই পণ্ডিত তোমার নাম।
বাল্যশাস্ত্রে লোক তোমার কহে গুণগ্রাম ॥ ২৯
ব্যাকরণমধ্যে জানি পড়াহ কলাপ।
শুনিল ফাঁকিতে তোমার শিষ্যের সংলাপ ॥ ৩০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

২৬-২৮। একদিন শুক্লপক্ষে সন্ধ্যার পরে প্রভু তাঁহার পড়ুয়া শিষ্যগণকে লইয়া গঙ্গার তীরে বসিয়াছেন; শুভ্র-জ্যোৎস্নায় সমস্ত গঙ্গাতীর ভরিয়া গিয়াছে; তাঁহারা সকলে ছাত্রদের পঠিত বিষয়-সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছেন; এমন সময়ে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত সে স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; তিনি প্রথমে গঙ্গার বন্দনা করিয়া প্রভুর নিকটে আসিলেন; প্রভুও অত্যন্ত সমাদর করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন।

২৯-৩০। প্রভু তাঁহার টোলে ব্যাকরণ পড়াইতেন। অন্যান্য সকল শাস্ত্রের আগে ব্যাকরণ পড়িতে হয়। তাই ব্যাকরণকে কেহ কেহ বাল্যশাস্ত্র বলেন; ব্যাকরণও অনেক রকম আছে; তন্মধ্যে কলাপ-ব্যাকরণই সরল—সহজবোধ্য; প্রভু এই কলাপ-ব্যাকরণই পড়াইতেন। দিগ্‌বিজয়ী তাহা জানিয়াছিলেন; জানিয়া প্রভুর প্রতি তাঁহার মনে একটু অবজ্ঞার ভাব আসিয়াছিল; কারণ, তিনি মনে করিয়াছিলেন—"ব্যাকরণ ব্যতীত অন্য কোনও শাস্ত্রে নিমাই-পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা নাই; ব্যাকরণের মধ্যেও অত্যন্ত সরল যে কলাপব্যাকরণ, তাহা ব্যতীত অন্য ব্যাকরণেও বোধ হয়, নিমাই-পণ্ডিতের অভিজ্ঞতা নাই।" শিষ্যগণের মধ্যে প্রভুকে দেখিয়া—বিশেষতঃ শিষ্যগণের সঙ্গে ব্যাকরণেরই আলোচনা চলিতেছে শুনিয়া—দিগ্‌বিজয়ী তাঁহার মনের ভাব গোপন করিতে পারিলেন না; তিনি তাহা প্রকাশ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন; যাহা বলিলেন, তাহাই এই দুই পয়ারে বিবৃত হইয়াছে।

দিগ্‌বিজয়ী কহে ইত্যাদি—মনে মনে প্রভুর প্রতি অবজ্ঞার ভাব পোষণ করিয়া দিগ্‌বিজয়ী বলিলেন—"ব্যাকরণ পড়াহ নিমাঞি ইত্যাদি।"

পণ্ডিত—যিনি সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহাকে পণ্ডিত বলে। **বাল্যশাস্ত্রে**—বাল্যকালে লোক যে শাস্ত্র পড়ে, তাহাকে বাল্যশাস্ত্র বলে। অন্যান্য শাস্ত্রের আগে ব্যাকরণ পড়িতে হয়; সুতরাং ব্যাকরণ দিয়াই টোলের ছাত্রদের শাস্ত্র পড়া আরম্ভ হয় বলিয়া ব্যাকরণকে বাল্যশাস্ত্র বলে। **গুণগ্রাম**—গুণ-সমূহ; ব্যাকরণে অভিজ্ঞতার সুখ্যাতি; **কলাপ**—কলাপব্যাকরণ।

ফাঁকি—সঙ্গত বিষয়ের অসঙ্গতি দেখাইয়া সঙ্গতির উদ্দেশ্যে প্রশ্নকে ফাঁকি বলে। **সংলাপ**—উক্তি প্রত্যুক্তিময় বাক্যকে সংলাপ বলে। প্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে একজন আর একজনকে ব্যাকরণের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন; এই ফাঁকি প্রশ্ন-সম্পর্কে যে উক্তি-প্রত্যুক্তি চলিতেছিল, তাহাই এস্থলে সংলাপ; দিগ্‌বিজয়ী সে স্থানে উপস্থিত হইয়াই এসকল উক্তি-প্রত্যুক্তি শুনিয়াছিলেন; তাহা হইতেই তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, ছাত্রগণের মধ্যে ব্যাকরণের ফাঁকি লইয়া আলোচনা চলিতেছিল।

দিগ্‌বিজয়ীর উক্তির মর্ম্ম এইরূপ: "যিনি সমস্ত শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, তাঁহাকেই পণ্ডিত বলা হয়; যিনি মাত্র এক আধটী শাস্ত্র জানেন, তাঁহাকে কেহ পণ্ডিত বলে না। তুমি মাত্র ব্যাকরণ পড়াও, তাতে আবার কলাপব্যাকরণ। তথাপি তোমার নাম পণ্ডিত! যাহা হউক, ব্যাকরণে তোমার বেশ সুখ্যাতির কথা শুনিলাম। তোমার শিষ্যদের কথাবার্ত্তায় ব্যাকরণের ফাঁকি সম্বন্ধে আলোচনাও শুনিলাম।"—এই উক্তির প্রত্যেক কথাতেই একটা অবজ্ঞার ভাব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে।

প্রভু কহে—'ব্যাকরণ পড়াই অভিমান করি।
শিষ্যেহো না বুঝে, আমি বুঝাইতে নারি॥ ৩১
কাঁহা তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কবিত্বে প্রবীণ।
কাঁহা আমি-সব শিশু পঢ়ুয়া নবীন॥ ৩২
তোমার কবিত্ব কিছু শুনিতে হয় মন।
কৃপা করি কর যদি গঙ্গার বর্ণন॥ ৩৩
শুনিয়া ব্রাহ্মণ গর্ব্বে বর্ণিতে লাগিলা।
ঘটি-একে শতশ্লোক গঙ্গার বর্ণিলা॥ ৩৪

শুনিয়া করিল প্রভু বহুত সৎকার—।
তোমা সম পৃথিবীতে কবি নাহি আর॥ ৩৫
তোমার কবিতা-শ্লোক বুঝিতে কার শক্তি।
তুমি ভাল জান অর্থ, কিবা সরস্বতী॥ ৩৬
এক শ্লোকের অর্থ যদি কর নিজ মুখে।
শুনি সব লোক তবে পাইব বড় সুখে॥ ৩৭
তবে দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যার শ্লোক পুছিল।
শতশ্লোকের এক শ্লোক প্রভু ত পঢ়িল॥ ৩৮

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৩১-৩৩। প্রভুও খুব চতুরতার সহিত দিগ্‌বিজয়ীর কথার উত্তর দিলেন। দিগ্‌বিজয়ীর অবজ্ঞাসূচক কথায় প্রভুর খুব রুষ্ট হওয়ার হেতু থাকা সত্ত্বেও প্রভু কোনওরূপ রুষ্টতার ভাব দেখাইলেন না; বরং দিগ্‌বিজয়ী যাহা বলিয়াছিলেন, প্রভু তাহা যেন স্বীকার করিয়া লইলেন—এরূপ ভাবই প্রকাশ করিলেন। প্রভু বলিলেন—"আমি ব্যাকরণ পড়াই এরূপ অভিমান মাত্রই পোষণ করিয়া থাকি; বস্তুতঃ ব্যাকরণ পড়াইবার যোগ্যতা আমার নাই; কারণ, ব্যাকরণেও আমার অভিজ্ঞতা নাই; তাই, আমিও আমার ছাত্রগণকে কোনও কথা বুঝাইয়া বলিতে পারি না, ছাত্রগণও কোনও কথা পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারে না। তুমি অভিজ্ঞ প্রবীণ পণ্ডিত—সমস্ত শাস্ত্রেই তোমার বিশেষ দক্ষতা আছে; বিশেষতঃ কবিত্বেও তোমার বেশ সুখ্যাতি আছে; আর তোমার তুলনায় আমি নিজেও নূতন বিদ্যার্থীমাত্র; তোমার সঙ্গে কি আমার তুলনা হইতে পারে? আমি পণ্ডিত নহি। যাহা হউক, তোমার কবিত্ব শুনিবার নিমিত্ত আমাদের বলবতী ইচ্ছা জন্মিয়াছে; কৃপা করিয়া যদি গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন কর, তাহা হইলে সুখী হইব।"

অভিমান—দম্ভ; অহঙ্কার। **কবিত্বে**—রসালঙ্কারযুক্ত বাক্যরচনার পটুত্বে। **প্রবীণ**—দক্ষ। **গঙ্গার বর্ণন**—গঙ্গার বর্ণনা করিতে যে শ্লোক রচনা করা হইবে, তাহাতেই কবিত্ব বিদ্যমান থাকিবে, এরূপ আশা করিয়াই গঙ্গার বর্ণনা করিতে অনুরোধ করা হইল।

৩৪। **শুনিয়া**—প্রভুর কথা শুনিয়া। **গর্ব্বে**—অহঙ্কারের সহিত। দিগ্‌বিজয়ীর নিজেরও বিশ্বাস ছিল যে, কবিত্বে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা আছে; এজন্য তিনি গর্ব্বই অনুভব করিতেন। প্রভুর মুখে নিজের বিশেষ প্রশংসা এবং প্রভুর নিজের মুখে প্রভুর হীনতার কথা শুনিয়া দিগ্বিজয়ীর গর্ব্ব যেন আরও উচ্ছলিত হইয়া উঠিল; তাহারই প্রভাবে তিনি ঝড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গঙ্গার বর্ণনা করিতে লাগিলেন। প্রায় এক ঘটিকা সময়ের মধ্যেই তিনি গঙ্গার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক একশত শ্লোক মুখে মুখে রচনা করিয়া বলিয়া গেলেন।

৩৫-৩৭। **সৎকার**—প্রশংসা। দিগ্‌বিজয়ীর মুখে গঙ্গার বর্ণনাত্মক শ্লোকগুলি শুনিয়া প্রভু তাঁহার খুব প্রশংসা করিয়া বলিলেন—"পণ্ডিত, বাস্তবিকই তোমার তুল্য কবি পৃথিবীতে আর কেহই নাই; এত অল্প সময়ের মধ্যে, কোনওরূপ চিন্তা-ভাবনা না করিয়া এতগুলি কবিত্বময় শ্লোক রচনা করার শক্তি আর কাহারই নাই। বস্তুতঃ, তোমার রচিত শ্লোকগুলি এতই ভাবপূর্ণ এবং কবিত্বময় যে, তাহাদের মর্ম্ম গ্রহণ করার শক্তিও বোধহয় কাহারও নাই; তোমার শ্লোকের অর্থ একমাত্র তুমিই ভালরূপে জান, আর জানেন স্বয়ং সরস্বতী; আমরা ইহার কিছুই বুঝিনা। তুমি কৃপা করিয়া যদি তোমার উচ্চারিত শ্লোকগুলির মধ্যে একটী শ্লোকের অর্থ নিজ মুখে প্রকাশ কর, আমরা শুনিয়া সুখী হইতে পারি।"

৩৮। **ব্যাখ্যার শ্লোক**—কোন্ শ্লোক ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা। **পুছিল**—জিজ্ঞাসা করিলেন।

তথাহি দিগ্বিজয়িবাক্যম্—

মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ সততমিদমাভাতি নিতরাং
যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা।
দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা।
ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি বিভবত্যদ্ভুতগুণা॥ ৩

এই শ্লোকের অর্থ কর—প্রভু যদি বৈল।
বিস্মিত হৈয়া দিগ্বিজয়ী প্রভুরে পুছিল—॥৩৯
ঝঞ্ঝাবাত-প্রায় আমি শ্লোক পঢ়িল।
তার মধ্যে শ্লোক তুমি কৈছে কণ্ঠে কৈল? ৪০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

মহত্ত্বমিতি। গঙ্গায়াঃ মহত্ত্বং মহিমানং ইদং দৃশ্যমানং সততং নিরন্তরং নিতরাং নিশ্চিতং আভাতি দেদীপ্যবতী ভবতি। যৎ যস্মাৎ এষা গঙ্গা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্ত্যা সুভগা সুষ্ঠুভগং ঐশ্বর্য্যং যস্যাঃ সা। সুরনরৈর্দেবমনুষ্যৈঃ কর্ত্তৃভূতৈরর্চ্চ্যৌ বন্দনীয়ৌ চরণৌ যস্যাঃ সা। কা ইব দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব। যা গঙ্গা ভবানীভর্ত্তুঃ শঙ্করস্য শিরসি মস্তকে জটকেনাপি বিহরতি অতএবাদ্ভুতগুণবতীত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী। ৩।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শত শ্লোকের এক ইত্যাদি—দিগ্‌বিজয়ী একশত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী শ্লোক প্রভু পড়িয়া গেলেন। এই শ্লোকটী নিম্নে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্লো।৩। অন্বয়। গঙ্গায়াঃ (গঙ্গার) ইদং (এই) মহত্ত্বং (মহিমা) সততং (সর্ব্বদা) নিতরাং (নিশ্চিতরূপে) আভাতি (দেদীপ্যমান রহিয়াছে); যৎ (যেহেতু), এষা (এই গঙ্গা) শ্রীবিষ্ণোঃ (শ্রীবিষ্ণুর) চরণকমলোৎপত্তি-সুভগা (চরণকমল হইতে উৎপন্ন বলিয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী), দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব (দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীর ন্যায়) সুরনরৈঃ (দেব-মনুষ্যাদিকর্ত্তৃক) অর্চ্চ্যচরণা (পূজিতচরণা—পূজিতা), যা চ (এবং যিনি) ভবানীভর্ত্তুঃ (ভবানীভর্ত্তা মহাদেবের) শিরসি (মস্তকে) বিভবতি (বিরাজ করিতেছেন) [অতঃ] (এই হেতু) ([যা] (যিনি) অদ্ভুতগুণা (অদ্ভুতগুণশালিনী)।

অনুবাদ। যিনি শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া অত্যন্ত সৌভাগ্যবতী, সুর-নরগণকর্ত্তৃক দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর চরণের ন্যায় যাঁহার চরণ পূজিত হয়, এবং যিনি ভবানীভর্ত্তার (মহাদেবের) মস্তকে বিরাজিত আছেন বলিয়া অদ্ভুতগুণশালিনী হইয়াছেন, সেই গঙ্গার এই মহিমা নিরন্তর নিশ্চিতরূপে দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ৩।

শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ ইত্যাদি—শ্রীবিষ্ণুর চরণকমলে উৎপত্তিবশতঃ যিনি সুভগা। শ্রীবিষ্ণুর চরণকমলেই গঙ্গার উদ্ভব, ইহাই শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। গঙ্গা যে ত্রিলোকপাবনী, গঙ্গা যে লক্ষ্মীরই মতন সুরনরগণ কর্ত্তৃক পূজিত হয়েন এবং স্বয়ং মহাদেবও যে গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করেন—গঙ্গার এই সমস্ত সৌভাগ্যের হেতু এই যে, শ্রীবিষ্ণুর চরণে তাঁহার উৎপত্তি। **দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মী** ইত্যাদি—সুর (ব্রহ্মাদি দেবগণ) এবং নর (মনুষ্যগণ) লক্ষ্মীদেবীর চরণ যেমন অর্চ্চনা করেন, গঙ্গাদেবীর চরণও তেমনি পূজা করেন। **অর্চ্চ্যচরণা**—অর্চ্চ্য (পূজিত হয়) চরণ যাঁহার, তিনি অর্চ্চ্যচরণা (স্ত্রীলিঙ্গে)। **ভবানীভর্ত্তুঃ**—ভবানীর (পার্ব্বতীর) ভর্ত্তার (পতির); শিবের।

দিগ্‌বিজয়ী মুখে মুখে রচনা করিয়া একদণ্ডের মধ্যে যে একশত শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গিয়াছিলেন, উক্ত শ্লোকটী তাহাদের মধ্যে একটী।

৩৯-৪০। প্রভু "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ"-শ্লোকটী উচ্চারণ করিয়া বলিলেন—"দিগ্‌বিজয়ী, কৃপা করিয়া তোমার এই শ্লোকটীর অর্থ কর।" শুনিয়া দিগ্‌বিজয়ী বিস্মিত হইয়া প্রভুকে বলিলেন—"ঝড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে আমি শ্লোক উচ্চারণ করিয়া গিয়াছি; তাতে তুমি কিরূপে এই শ্লোকটী মুখস্থ করিলে?"

ঝঞ্ঝাবাত প্রায়—তুফানের মত দ্রুতবেগে। **কণ্ঠে কৈল**—কণ্ঠস্থ করিলে; মুখস্থ করিলে।

প্রভু কহে—দেববরে তুমি কবিবর।
ঐছে দেবের বরে কেহো হয় শ্রুতিধর॥ ৪১
শ্লোকব্যাখ্যা কৈল বিপ্র পাইয়া সন্তোষ।
প্রভু কহে—কহ শ্লোকের কিবা গুণ-দোষ॥ ৪২
বিপ্র কহে—শ্লোকে নাহি দোষের আভাস।
উপমালঙ্কার গুণ কিছু অনুপ্রাস॥ ৪৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৪১। **দেব-বরে**—দেবতার বরে বা আশীর্ব্বাদে। **কবিবর**—শ্রেষ্ঠ কবি। **শ্রুতিধর**—শ্রুতি (শ্রবণ—শুনা) মাত্রেই শ্রুত-বিষয় যিনি স্মৃতিপথে বা মনে ধারণ করিতে পারেন, তিনি শ্রুতিধর। কোনও কিছু শুনা মাত্রেই যাহারা মনে রাখিতে পারে, তাহাদিগকে শ্রুতিধর বলে।

প্রভু বলিলেন—"পণ্ডিত, দেবতার (সরস্বতীর) বরে তুমি যেমন শ্রেষ্ঠ কবি হইয়াছ, তদ্রূপ দেবতার বরে কেহ শ্রুতিধরও তো হইতে পারে? দেবতার বরে আমি শ্রুতিধর—শুনামাত্রই সমস্ত মনে রাখিতে পারি; তাই তুমি ঝড়ের ন্যায় দ্রুতবেগে বলিয়া গিয়া থাকিলেও আমি তোমার শ্লোক মনে রাখিতে পারিয়াছি।"

৪২। **বিপ্র**—দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত। প্রভুর কথায় সন্তুষ্ট হইয়া দিগ্‌বিজয়ী শ্লোকের ব্যাখ্যা করিলেন; শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"ব্যাখ্যা শুনিয়া সুখী হইলাম; এক্ষণে, শ্লোকের কি দোষ বা গুণ আছে, তাহা বল।"

গুণ—"রসস্যোৎকর্ষকঃ কশ্চিদ্ধর্ম্মোঽসাধারণো গুণঃ। শৌর্য্যাদিরাত্মন ইব বর্ণাস্তদ্ব্যঞ্জকা মতাঃ॥—আত্মার উৎকর্ষ-জনক শৌর্য্যাদির ন্যায়, রসের উৎকর্ষজনক কোনও অসাধারণ ধর্ম্মকে গুণ বলে।—অলঙ্কার-কৌস্তভ। ৬। ১। যাহাতে রসাস্বাদের উৎকর্ষ জন্মে, তাহা গুণ। রসাস্বাদোৎকর্ষকত্বং গুণত্বম্। অল, কৌঃ। ৬। ২। মাধুর্য্য, ওজঃ ও প্রসাদ—এই তিনটী কাব্যের গুণ। রঞ্জকতাই রসের মাধুর্য্য; ইহা চিত্তের দ্রবীভাবের কারণ হয়; সম্ভোগে, বিপ্রলম্ভে এবং করুণাদি-রসে মাধুর্য্যের সবিশেষ উপযোগিতা। ওজোগুণ চিত্তবিস্তাররূপ দীপ্তিত্বের (অর্থাৎ গাঢ়তার বা শৈথিল্যাভাবের) কারণ—ইহা চিত্তবিস্তারের হেতু; বীর, বীভৎস ও রৌদ্র রসে ক্রমশঃ ইহার পুষ্টিকারিতা; অর্থাৎ বীর অপেক্ষা বীভৎসে, বীভৎস অপেক্ষা রৌদ্র-রসে ইহার সমধিক পুষ্টিকারিতা। কস্তুরীর সৌরভ যেমন সহসা কস্তুরীকে প্রকাশ করে, তদ্রূপ যেস্থলে শ্রবণমাত্রই সহসা অর্থ প্রকাশিত হয়, তাহাকে প্রসাদগুণ বলে; ইহা সকল রসের ও সকল রীতির উপযোগী। অলঙ্কার-কৌস্তভ।৬।৪" কাব্যপ্রকাশ বলেন—শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নির মতন এবং নির্ম্মল জলের মতন যে গুণ সহসা চিত্তকে ব্যাপ্ত করে, তাহাকে প্রসাদ-গুণ বলে; সর্ব্বত্রই (অর্থাৎ সকল রসে ও সকল রচনায়) ইহার স্থিতি বিহিত হয়।৮।৫। উক্ত মাধুর্য্যাদি গুণত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত আরও সাতটী গুণ আছে; যথা—অর্থব্যক্তি, উদারত্ব, শ্লেষ, সমতা, কান্তি, প্রৌঢ়ি ও সমাধি। ইহাদের বিশেষ বিবরণ অলঙ্কার-কৌস্তভের ৬ষ্ঠ কিরণে দ্রষ্টব্য।

দোষ—শ্রুতি-কটুতাদি রসের অপকর্ষ সাধন করে বলিয়া তাহাদিগকে রসবিষয়ে দোষ বলা হয়।

৪৩। **দোষের আভাস**—দোষের ছায়াও। **উপমা**—"উপমানোপমেয়য়োর্যথাকথঞ্চিদ্ যেন কেনাপি সমানেন ধর্ম্মেণ সম্বন্ধ উপমা।—উপমান ও উপমেয়ের যে কোন প্রকারের সমান ধর্ম্ম দ্বারা যে সম্বন্ধ, তাহাকে উপমা কহে। অলঙ্কার-কৌস্তভ।৮।১।" সুন্দর মুখ দেখিলে আহ্লাদ জন্মে, চন্দ্র দেখিলেও আহ্লাদ জন্মে; সুতরাং আহ্লাদ-জনকত্ব-বিষয়ে মুখের ও চন্দ্রের সমান-ধর্ম্মত্ব আছে; তাই মুখের সহিত চন্দ্রের উপমা দিয়া মুখচন্দ্র—মুখরূপ চন্দ্র—বলা হয়। এস্থলে চন্দ্র হইল উপমান, আর মুখ হইল উপমেয়। **অলঙ্কার**—গহনা। অলঙ্কার যেমন দেহের শোভা বর্দ্ধন করে, তদ্রূপ উপমাদিও কাব্যের শোভা বা রসের আস্বাদনীয়তা বৃদ্ধি করে বলিয়া উপমাদিকে অলঙ্কার বলে। **উপমালঙ্কার**—উপমারূপ অলঙ্কার। **অনুপ্রাস**—বর্ণসাম্যমনুপ্রাসঃ। ক-কারাদি বর্ণ-সমূহের মধ্যে যে কোনও বর্ণের বহুবার প্রয়োগ হইলে অনুপ্রাস হয়। যেমন,—ললিত-লবঙ্গলতাপরিশীলনমলয়সমীরে; এস্থলে ল-বর্ণটী পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইয়াছে; তাহাতে ল-এর অনুপ্রাস হইল। অনুপ্রাসও এক রকমের অলঙ্কার।

প্রভু কহেন—কহি যদি না করহ রোষ।
কহ তোমার এই শ্লোকে কিবা আছে দোষ ? ৪৪
প্রতিভার কাব্য তোমার দেবতা-সন্তোষে।
ভালমতে বিচারিলে জানি গুণ দোষে॥ ৪৫
তাতে ভাল করি শ্লোক করহ বিচার।
কবি কহে—যে কহিল সে-ই বেদসার॥ ৪৬
ব্যাকরণীয়া তুমি—নাহি পঢ় অলঙ্কার।
তুমি কি জানিবে এই কবিত্বের সার ?॥ ৪৭
প্রভু কহেন—অতএব পুছিয়ে তোমারে।
বিচারিয়া গুণ-দোষ বুঝাহ আমারে॥ ৪৮
নাহি পঢ়ি অলঙ্কার—করিয়াছি শ্রবণ।
তাতে এই শ্লোকে দেখি বহু দোষ-গুণ॥ ৪৯
কবি কহে—কহ দেখি কোন্ গুণ-দোষ।
প্রভু কহেন—কহি শুন, না করিহ রোষ॥ ৫০
পঞ্চ দোষ এই শ্লোকে, পঞ্চ অলঙ্কার।
ক্রমে আমি কহি শুন, করহ বিচার॥ ৫১
অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দুই ঠাঁই চিহ্ন।
বিরুদ্ধমতি ভগ্নক্রম পুনরাত্ত দোষ তিন॥ ৫২

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রভুর কথা শুনিয়া দিগ্‌বিজয়ী বলিলেন—"আমার শ্লোকে কোনও দোষ ত নাইই—দোষের আভাস—ক্ষীণ ছায়াও নাই; বরং উপমালঙ্কারাদি গুণ আছে, কিছু অনুপ্রাসও আছে।"

৪৪-৪৬। **রোষ**—ক্রোধ। **প্রতিভা**—নূতন নূতন বিষয়ে উদ্ভাবনী-শক্তিকে প্রতিভা বলে। **প্রতিভার কাব্য**—প্রতিভাবলে যে কাব্য রচিত হয়। **দেবতা-সন্তোষে**—দেবতার প্রসাদে, দেবতার বরে। **বেদসার**—বেদের সার; দোষের আভাস শূন্য।

দিগ্‌বিজয়ীর কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"যদি রুষ্ট না হও, তবে একটা কথা বলি। তোমার শ্লোকে কি কি গুণ আছে, কি কি দোষ আছে, তাহা বল। দেবতার বরে তুমি অসাধারণ প্রতিভা লাভ করিয়াছ; সেই প্রতিভার বলে তুমি অতি অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলি শ্লোক রচনা করিয়া ঝড়ের ন্যায় বলিয়া গিয়াছ; এ সমস্তই অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়; কিন্তু যদি ভালরূপে শ্লোকগুলির বিচার করিয়া বুঝাও, তাহা হইলেই দোষ-গুণ বুঝিতে পারি; নচেৎ গুণ আছে, কি দোষ আছে, তাহা বুঝিব কিরূপে? তাই অনুরোধ—ভালরূপে শ্লোকগুলির বিচার করিয়া বুঝাইয়া দাও।" প্রভুর কথা শুনিয়া যেন একটু ঔদ্ধত্যের সহিতই দিগ্‌বিজয়ী বলিলেন—"আমি যাহা বলিয়াছি, তাহাই বেদের সার—ইহাতে কোনওরূপ দোষই নাই, থাকিতেও পারেনা।"

৪৭। **ব্যাকরণীয়া**—যিনি কোনও ব্যাকরণের আলোচনা করেন। **অলঙ্কার**—অলঙ্কার-শাস্ত্র।

দিগ্‌বিজয়ী আরও বলিলেন—"তুমি ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়াছ, ব্যাকরণ মাত্র পড়াও; অন্য শাস্ত্র পড়ও নাই, পড়াওও না; অলঙ্কার-শাস্ত্রও পড় নাই; আমার শ্লোকে যে কবিত্বের সারবস্তু নিহিত আছে, তাহা তুমি কিরূপে বুঝিবে? যে অলঙ্কার-শাস্ত্র জানেনা, কাব্যের দোষগুণ সে কিরূপে বুঝিবে?

৪৮-৪৯। **অতএব**—অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়ি নাই বলিয়া। **পুছিয়ে**—জিজ্ঞাসা করি।

প্রভু বলিলেন—"অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়ি নাই বলিয়া, কবিত্ব-বিষয়ে কিছু বুঝিবার শক্তি নাই বলিয়াই তোমাকে অনুরোধ করিতেছি—তুমি তোমার শ্লোকের বিচারমূলক ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে সমস্ত বুঝাইয়া দাও। আমি অলঙ্কার-শাস্ত্র পড়ি নাই সত্য; কিন্তু অলঙ্কার-সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বুঝিতে পারিতেছি যে, এই শ্লোকে অনেক দোষ এবং অনেক গুণ আছে।"

৫১। এই শ্লোকে পাঁচটী দোষ এবং পাঁচটী গুণ বা অলঙ্কার আছে।

৫২। এই পয়ারে পাঁচটী দোষের উল্লেখ করিতেছেন; অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ আছে দুইটী; বিরুদ্ধমতি দোষ একটী; ভগ্নক্রম দোষ একটী এবং পুনরাত্ত দোষ একটী—মোট এই পাঁচটী দোষ। শ্লোকের আলোচনা করিয়া

'গঙ্গার মহত্ত্ব' শ্লোকে মূল বিধেয়।
'ইদং' শব্দে অনুবাদ পাছে—অবিধেয়॥ ৫৩

বিধেয় আগে কহি, পাছে কহিলে অনুবাদ।
এইলাগি শ্লোকের অর্থ করিয়াছে বাদ॥ ৫৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহে এই পাঁচটী দোষ দেখাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শ্লোকের "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং"-স্থলে একটী অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ, "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীঃ"—স্থলে আর একটী অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ, "ভবানীভর্ত্তুঃ"-স্থলে বিরুদ্ধমতি-দোষ, "যদেষা"-ইত্যাদি স্থলে ভগ্নক্রম এবং "অদ্ভুতগুণা"-ইত্যাদি স্থলে পুনরাত্ত দোষ ঘটিয়াছে। অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশাদির লক্ষণ পরবর্ত্তী পয়ার-সমূহের ব্যখ্যায় যথাস্থলে প্রদর্শিত হইবে।

[অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশাদি শব্দগুলি অলঙ্কার-শাস্ত্রের শব্দ। যাঁহারা অলঙ্কার-শাস্ত্র জানেন না, এইগুলি সম্যক্ রূপে বুঝিতে তাঁহাদের অসুবিধা হইবে। কিন্তু সম্যক্ না বুঝিলেও বিশেষ ক্ষতি নাই—মহাপ্রভু পাঁচটী দোষ সপ্রমাণ করিয়াছিলেন, ইহা জানিয়া রাখিলেই চলিবে।]

৫৩-৫৪। "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং—মহত্ত্ব গঙ্গার ইহা"—এই বাক্যে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ-দোষ দেখাইতেছেন।

জ্ঞাত বস্তুকে **অনুবাদ** এবং অজ্ঞাত বস্তুকে **বিধেয়** বলে। ১।২।৬২-৬৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য। বাক্যরচনা-সম্বন্ধে অলঙ্কার-শাস্ত্রের নিয়ম এই যে, প্রথমে অনুবাদ (জ্ঞাতবস্তুজ্ঞাপক শব্দটী) বসাইতে হয়, তাহায় পরে বিধেয় (তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত-বস্তু-জ্ঞাপক শব্দটী) বসাইতে হয়; এই নিয়মের অন্যথা হইলে (অর্থাৎ প্রথমে বিধেয়, তাহার পরে অনুবাদ বসাইলেই) **অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ** হয়। ১।২।৭৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ"-ইত্যাদি শ্লোকে দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত গঙ্গার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াছেন; সমস্ত শ্লোকের মর্ম্ম অবগত না হইলে বর্ণনীয় মাহাত্ম্যটী কি, তাহা জানা যায় না; সুতরাং প্রারম্ভে গঙ্গার মাহাত্ম্য অজ্ঞাতই থাকে; কাজেই শ্লোকের প্রথমে যে মহত্ত্ব-শব্দ আছে, তাহা অজ্ঞাত-বস্তু-জ্ঞাপক শব্দ—বিধেয়। এজন্য বলা হইয়াছে—"গঙ্গার মহত্ত্ব শ্লোকে মূল বিধেয়" অর্থাৎ শ্লোকস্থ "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ—গঙ্গার মহত্ত্ব"—পদটীতে মূল বিধেয় বা প্রধান অজ্ঞাত বস্তু সূচিত হইতেছে। **মূল বিধেয়** (প্রধান বিধেয়) বলার তাৎপর্য্য এই যে, শ্লোকের সমস্ত পরবর্ত্তী অংশই এই মহত্ত্বের বিবৃতি মাত্র; কিন্তু এই বিবৃতির মধ্যেও আবার অন্য অনুবাদ ও বিধেয় অন্তর্ভুক্ত আছে; এই পরবর্ত্তী বিধেয় মাহাত্ম্য-বিবৃতির অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় "গঙ্গার মহত্ত্ব" হইল প্রধান বিধেয় বা মূল বিধেয় এবং পরবর্ত্তী বিধেয় হইল মূল বিধেয়ের অন্তর্ভুক্ত গৌণ বিধেয় মাত্র। অথবা **মূল বিধেয়**—প্রধান বিধেয় অর্থাৎ প্রধানরূপে নির্দ্দিষ্ট হওয়ার যোগ্য যে বিধেয়। উপাদেয়ত্ব-হেতু বিধেয়াংশেরই প্রাধান্য; সুতরাং বিধেয়াংশকেই প্রধানরূপে নির্দ্দেশ করা উচিত (১।২।৭৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য); বিধেয়ের এতাদৃশ গুরুত্ব জ্ঞাপন করার উদ্দেশ্যেই সম্ভবতঃ মূল (প্রধান) বিধেয় বলা হইয়াছে।

ইদং—শ্লোকস্থ ইদং-শব্দ। ইদং-শব্দের অর্থ ইহা। ইদং-শব্দ হইল অনুবাদ—জ্ঞাতবস্তু-জ্ঞাপক শব্দ; সুতরাং বাক্য-রচনার নিয়মানুসারে ইদং-শব্দ আগে বসিবে। **পাছে**—পশ্চাতে।

অবিধেয়—অনুচিত, অন্যায়, নিয়ম-বিরুদ্ধ। অনুবাদ ইদং-শব্দ বিধেয়-মহত্ত্ব-শব্দের পূর্ব্বে থাকা উচিত ছিল; কিন্তু দিগ্‌বিজয়ী তাঁহার শ্লোকে আগে "মহত্ত্বং" পরে "ইদং" বলিয়াছেন—ইহা অসঙ্গত হইয়াছে।

৫৩ পয়ারের অন্বয়:—শ্লোকে "গঙ্গার মহত্ত্ব" হইল মূল (প্রধান) বিধেয়; "ইদং" শব্দে অনুবাদ [বুঝায়]; [অনুবাদ] পাছে (পশ্চাতে—বিধেয়ের পরে) [থাকা] অবিধেয় (অনুচিত—নিয়ম-বিরুদ্ধ)।

বিধেয় আগে ইত্যাদি—মহাপ্রভু দিগ্‌বিজয়ীকে বলিতেছেন—"বাক্য-রচনায় অনুবাদ প্রথমে বসে, বিধেয় পরে বসে—ইহাই রীতি; কিন্তু "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং"-বাক্যে তুমি বিধেয়কে (মহত্ত্ব-শব্দকে) পূর্ব্বে বসাইয়াছ এবং অনুবাদকে (ইদং-শব্দকে) পরে বসাইয়াছ। (তাই এস্থলে তোমার অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ-হইয়াছে)।" **এই লাগি**—আগে বিধেয় এবং পরে অনুবাদ বসাইয়াছ বলিয়া। **বাদ**—বিঘ্ন। **শ্লোকের অর্থ** ইত্যাদি—

তথাহি একাদশীতত্ত্বে ধৃতো ন্যায়ঃ—

অনুবাদমনুক্ত্বা তু ন বিধেয়মুদীরয়েৎ।
নহ্যলব্ধাস্পদং কিঞ্চিৎ কুত্রচিৎ প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৪

'দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মী' ইহাঁ দ্বিতীয় বিধেয়।
সমাসে গৌণ হইল, শব্দার্থ গেল ক্ষয় ॥ ৫৫
'দ্বিতীয়' শব্দ বিধেয়, তাহা পড়িল সমাসে।
'লক্ষ্মীর সমতা' অর্থ করিল বিনাশে ॥ ৫৬

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

শ্লোকের অর্থ বুঝিবার পক্ষে বিঘ্ন (বা বাধা) জন্মাইয়াছে। জ্ঞাত বস্তুকে আশ্রয় করিয়াই তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় প্রকাশিত হয়; তাই আগে অনুবাদ এবং পরে বিধেয় বলিবার রীতি। কিন্তু জ্ঞাত বস্তুর উল্লেখ না করিয়া তৎসম্বন্ধীয় অজ্ঞাত বিষয় (বিধেয়) প্রকাশ করিলে কেহই কিছু বুঝিতে পারে না; সুতরাং বাক্যের অর্থ-বোধে বাধা জন্মে। ইহার প্রমাণরূপে নিম্নে একাদশীতত্ত্বে ধৃত একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

দিগ্‌বিজয়ীর শ্লোকে "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং" না বলিয়া "ইদং গঙ্গায়াঃ মহত্ত্বং" বলিলেই শাস্ত্র-সঙ্গত হইত।

শ্লো। ৪। অন্বয়াদি ১।২।১৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য।

৫৫-৫৬। "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব"-বাক্যে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষের দ্বিতীয় উদাহরণ দেখাইতেছেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে শ্রীনারায়ণের অঙ্কলক্ষ্মী এবং দেব-নরকর্তৃক অর্চ্চিত, তাহা সকলেই জানেন; তাই শ্রীলক্ষ্মী-শব্দ হইল অনুবাদ; কিন্তু "দ্বিতীয়"-শব্দে কি বুঝায়, তাহা অজ্ঞাত; তাই দ্বিতীয়-শব্দ হইল বিধেয়; সুতরাং শ্রীলক্ষ্মীঃ দ্বিতীয়া ইব" বলিলেই ঠিক হইত; তাহা না বলিয়া "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীঃ ইব" বলাতে (অনুবাদ আগে না বলিয়া আগে বিধেয় বলাতে) অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ দোষ হইয়াছে।

ইহাঁ—এস্থলে; "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীঃ"—এই বাক্যে। **দ্বিতীয় বিধেয়**—দ্বিতীয়-শব্দ বিধেয় (বা অজ্ঞাত-বস্তু জ্ঞাপক)। **সমাসে**—দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত "দ্বিতীয়" ও "শ্রীলক্ষ্মী" এই উভয় শব্দের সমাস করিয়া "দ্বিতীয়া শ্রীলক্ষ্মীঃ" এই অর্থে "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীঃ" শব্দ নিষ্পন্ন করিয়াছেন; তাহাতে "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব" পদের অর্থ হইয়াছে—"দ্বিতীয় শ্রীলক্ষ্মীর তুল্য।" **গৌণ হইল**—সমাস করাতে পদের মুখ্য অর্থ নষ্ট হইয়া অর্থ খর্ব্ব হইয়াছে। **শব্দার্থ গেল ক্ষয়**—"দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব"-পদের অর্থ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থ খর্ব্ব বা নষ্ট হইয়াছে। কিরূপে অর্থ খর্ব্ব হইল, তাহা পরবর্ত্তী পয়ারে বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়-শব্দ বিধেয় ইত্যাদি—শ্লোকস্থ "দ্বিতীয়"-শব্দ বিধেয় (বা অজ্ঞাত-বস্তু-জ্ঞাপক) বলিয়া অনুবাদ-শ্রীলক্ষ্মী-শব্দের পরে বসা উচিত ছিল; কিন্তু এই দ্বিতীয়-শব্দের সহিত শ্রীলক্ষ্মী-শব্দের সমাস করাতে দ্বিতীয়-শব্দ পূর্ব্বে বসিয়াছে। **পড়িল সমাসে**—সমাসে পতিত হইয়াছে; শ্রীলক্ষ্মী-শব্দের সহিত সমাসে আবদ্ধ হইয়াছে। ইহার ফলে বিধেয়-দ্বিতীয়-শব্দ অনুবাদ-শ্রীলক্ষ্মী-শব্দের পূর্ব্বে বসিয়াছে; তাহাতে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ তো হইয়াছেই, অধিকন্তু **লক্ষ্মীর সমতা** ইত্যাদি—লক্ষ্মীর তুল্যতা-অর্থও বিনষ্ট হইয়াছে। শ্লোকস্থ "সুরনরৈরর্চ্চ্য-চরণা" শব্দ হইতে বুঝা যায়, শ্রীলক্ষ্মীদেবীর ন্যায় গঙ্গাদেবীও "সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা—দেব-মনুষ্য-বন্দিত-চরণা", অর্থাৎ দেব-মনুষ্য কর্ত্তৃক অর্চ্চনীয়ত্ব-বিষয়ে গঙ্গাদেবী শ্রীলক্ষ্মীদেবীরই তুল্যা—ইহাই শ্লোক-রচয়িতা দিগ্‌বিজয়ীর অভিপ্রায়। তিনি যদি "শ্রীলক্ষ্মীঃ দ্বিতীয়া ইব" এই বাক্য বলিতেন, তাহা হইলেই তাঁহার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইত—গঙ্গা যে লক্ষ্মীর সমান, তাহা প্রকাশ পাইত (ইহাতে অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষও হইত না); কিন্তু তাহা না বলিয়া "দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীঃ ইব" বলাতে গঙ্গা যে লক্ষ্মীর সমান, তাহা প্রকাশ পাইতেছেনা—গঙ্গা দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর তুল্য—ইহাই প্রকাশ পাইতেছে (উপমালঙ্কার)। দ্বিতীয়-লক্ষ্মী-শব্দে লক্ষ্মীকে বুঝায় না, পরন্তু লক্ষ্মীর কতকগুলি গুণযুক্ত কোনও এক স্বরূপকে বুঝায়; কাজেই লক্ষ্মী অপেক্ষা দ্বিতীয়-লক্ষ্মী ন্যূনা; সুতরাং দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর তুল্য বলিলে লক্ষ্মীর তুল্যতা বুঝায় না—লক্ষ্মীর তুল্যতা অপেক্ষা ন্যূন বা খর্ব্ব কিছু বুঝায়। তাই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয়-শব্দের সমাস করাতে "লক্ষ্মীর সমতা অর্থ করিল বিনাশে—লক্ষ্মীর

'অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ' এই দোষের নাম।
আর এক দোষ আছে শুন সাবধান ॥ ৫৭
'ভবানীভর্ত্তৃ'-শব্দ দিলে পাইয়া সন্তোষ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' নাম এই মহা দোষ ॥ ৫৮
'ভবানী'-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।
'তার ভর্ত্তা' কহিলে—দ্বিতীয়-ভর্ত্তা জানি ॥ ৫৯
শিবপত্নীর ভর্ত্তা—ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ।
'বিরুদ্ধমতিকৃৎ' শব্দ শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ ॥ ৬০
'ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার হস্তে দেহ দান'।
শব্দ শুনিতেই হয় দ্বিতীয়-ভর্ত্তা জ্ঞান ॥ ৬১

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

তুল্যত্ব-অর্থ নষ্ট হইয়াছে।” লক্ষ্মীর কতকগুলি গুণযুক্তা দ্বিতীয়-লক্ষ্মীর তুল্যত্ব সূচিত হওয়ায় শব্দার্থও গৌণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

৫৭। ৫৩-৫৬ পয়ারে “মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ ইদং”-বাক্যে এবং “দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব”-বাক্যে আগে বিধেয় এবং পরে অনুবাদ বলায় যে দোষ হইয়াছে, সেই দোষের নামই অবিমৃষ্ট-বিধেয়াংশ-দোষ। তাহা ব্যতীত আরও দোষ আছে, তাহা বলা হইতেছে।

৫৮। “ভবানীভর্ত্তুঃ”-শব্দে যে বিরুদ্ধমতিকৃৎ-দোষ হইয়াছে, তাহাই এক্ষণে দেখাইতেছেন, ৫৯-৬১ পয়ারে। অন্যের সহিত অন্বয় বশতঃ যদি কোনও শব্দ বা বাক্য প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ ব্যঞ্জিত করে, তাহা হইলেই বলা হয়, বিরুদ্ধমতিকৃৎদোষ হইয়াছে। “ভবানীভর্ত্তুঃ”-শব্দে যে এইরূপ প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ অর্থ ব্যঞ্জিত হইতেছে, তাহাই দেখাইতেছেন ৫৯-৬১ পয়ারে।

৫৯-৬০। **ভবানী**—ভব-শব্দে মহাদেবকে বুঝায়; ভবের (বা মহাদেবের) পত্নীকে ভবানী বলে। তাই বলা হইয়াছে—“ভবানী-শব্দে কহে মহাদেবের গৃহিণী।” **গৃহিণী**—গৃহকর্ত্রী; পত্নী, স্ত্রী। **তার ভর্ত্তা**—তাহার (ভবানীর) ভর্ত্তা (বা স্বামী)। “ভবানীভর্ত্তৃ”-শব্দের ষষ্ঠী বিভক্তিতে শ্লোকস্থ ভবানীভর্ত্তুঃ-পদ নিষ্পন্ন হইয়াছে, অর্থ—ভবানীর ভর্ত্তার (বা স্বামীর)। “ভবানীভর্ত্তৃ”-শব্দই প্রথমা বিভক্তিতে “ভবানীভর্ত্তা” হয়।

দ্বিতীয়ভর্ত্তা জানি—দ্বিতীয় ভর্ত্তার জ্ঞান হয়; দ্বিতীয় ভর্ত্তা আছে বলিয়া বুঝা যায়। ভবানী-শব্দ বলিলেই ভবের বা মহাদেবের (বা শিবের) পত্নীকে বুঝায় এবং ভবানীর ভর্ত্তা বা স্বামী যে ভব বা মহাদেব, তাহাও বুঝায়; এরূপ অবস্থায় “ভবানীর ভর্ত্তা” বলিলে মনে হইতে পারে যে, ভব বা মহাদেব ব্যতীতও ভবানীর অপর কোনও (অর্থাৎ দ্বিতীয়) একজন ভর্ত্তা বা স্বামী আছেন। **শিব পত্নীর ভর্ত্তা**—শিবের যিনি পত্নী (বা স্ত্রী), তাঁহার ভর্ত্তা বা স্বামী। **ইহা শুনিতে বিরুদ্ধ**—“শিবপত্নীর ভর্ত্তা” এই কথা শুনিলেই মনে হয়, শিবব্যতীতও শিবপত্নীর (ভবানীর) অপর একজন ভর্ত্তা বা স্বামী আছেন; ইহা কিন্তু প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ বা প্রতিকূল অর্থ। শিব (বা ভব) ব্যতীত শিবপত্নী-ভবানীর অপর কোনও স্বামী নাই, শিবই তাঁহার একমাত্র স্বামী—ইহাই প্রকৃত অর্থ। শিবপত্নীর ভর্ত্তা বা ভবানীর ভর্ত্তা বলিলে এই প্রকৃত অর্থের প্রতিকূল অর্থ ব্যঞ্জিত হয়। ভবানী-শব্দের সহিত ভর্ত্তৃ-শব্দের অন্বয় বশতঃই এইরূপ বিরুদ্ধ অর্থ ব্যঞ্জিত হইতেছে; তাই এইরূপ অন্বয়ে বিরুদ্ধমতিকৃৎ-দোষ জন্মিয়াছে। **বিরুদ্ধমতিকৃৎ শব্দ**—বিরুদ্ধমতি (প্রতিকূল অর্থ)-কারক (উৎপাদক) শব্দ; যে শব্দ প্রকৃত অর্থের বিরুদ্ধ (বা প্রতিকূল) অর্থের ব্যঞ্জনা করে; যে শব্দ শুনিলে প্রকৃত অর্থের প্রতিকূল অর্থ মনে উদিত হয়, তাহাই বিরুদ্ধমতিকৃৎ শব্দ; বিরুদ্ধ (বা প্রতিকূল) মতির (বা বুদ্ধির) কৃৎ (বা উৎপাদক) শব্দ। **শাস্ত্রে নহে শুদ্ধ**—অলঙ্কার-শাস্ত্রে শুদ্ধ (বা অনুমোদিত) নহে। ভবানীভর্ত্তৃ-শব্দের ন্যায় যে সকল শব্দ বিরুদ্ধ-মতির উৎপাদক, বাক্যরচনায় সে সকল শব্দের প্রয়োগ শাস্ত্র-সম্মত নহে, পরন্তু দূষণীয়।

৬১। ভবানীভর্ত্তৃ-শব্দে যে দ্বিতীয় ভর্ত্তার জ্ঞান জন্মায়, তাহা আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিতেছেন।

ব্রাহ্মণ-পত্নীর ভর্ত্তার—ব্রাহ্মণের যে স্ত্রী, তাহার স্বামীর। **হস্তে দেহ দান**—যাহা দান করিবে, তাহা তাহার হাতে দাও। **শব্দ**—“ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তার” ইত্যাদি বাক্য।

'বিভবতি' ক্রিয়ায় বাক্যসাঙ্গ, পুন বিশেষণ—
'অদ্ভুতগুণা' এই পুনরাত্ত-দূষণ ॥ ৬২
তিন-পাদে অনুপ্রাস দেখি অনুপম।
এক-পাদে নাহি—এই দোষ 'ভগ্নক্রম' ॥ ৬৩
যদ্যপি এই শ্লোকে আছে পঞ্চ অলঙ্কার।
এই পঞ্চ দোষে শ্লোক কৈল ছারখার ॥ ৬৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ব্রাহ্মণপত্নীর ভর্ত্তা বলিলেই যেমন বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণব্যতীতও ব্রাহ্মণপত্নীর অপর কেহ ভর্ত্তা বা স্বামী আছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে; তদ্রূপ ভবানীভর্ত্তা বলিলেও মনে হয়, ভব (বা মহাদেব) ব্যতীতও ভবানীর অপর কেহ ভর্ত্তা বা পতি আছেন; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে।

৬২। পুনরাত্ত-দোষ দেখাইতেছেন। দিগ্‌বিজয়ীর শ্লোকে "বিভবত্যদ্ভুতগুণা"-বাক্যে পুনরাত্ত-দোষ হইয়াছে।

ক্রিয়া, কারক, বিশেষণ প্রভৃতির পরস্পরের সহিত অন্বয়যুক্ত কোনও বাক্য সমাপ্ত হইয়া গেলেও ঐ বাক্যের অন্তর্গত কোনও শব্দের সহিত অন্বয়যুক্ত কোনও পদের পুনরায় প্রয়োগ করিলে পুনরাত্ত-দোষ হয়।

বিভবত্যদ্ভুতগুণা = বিভবতি + অদ্ভুতগুণা। বিভবতি ক্রিয়াপদ; শ্লোকস্থ "ভবানীভর্ত্তুর্যা শিরসি" এই অংশের অন্তর্গত "যা" পদের সহিত এই "বিভবতি" ক্রিয়ার অন্বয়; "যা ভবানীভর্ত্তুঃ শিরসি বিভবতি—যিনি মহাদেবের মস্তকে বিরাজিত আছেন।" সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে, "বিভবতি"-ক্রিয়ার উল্লেখেই বাক্যসমাপ্তি হইয়াছে; তাহার পরে আবার "অদ্ভুতগুণা"—এই বিশেষণ প্রয়োগ করা হইয়াছে; ইহা পূর্ব্বোক্ত "যা ভবানীভর্ত্তুঃ শিরসি বিভবতি" বাক্যের অন্তর্গত "যা"-পদের বিশেষণ; বাক্যসমাপ্তির পরে এই বিশেষণের প্রয়োগ করায় পুনরাত্তদোষ হইয়াছে।

বিভবতি-ক্রিয়ায়—শ্লোকস্থ "বিভবতি" এই ক্রিয়া-পদের উল্লেখেই। **বাক্যসাঙ্গ**—বাক্যসমাপ্তি। **পুন**—পুনরায়, বাক্যসমাপ্তির পরে। **বিশেষণ—অদ্ভুতগুণা**—"অদ্ভুতগুণা" এই বিশেষণ-পদের প্রয়োগ। **এই**—ইহাই; বাক্যসমাপ্তির পরে পুনরায় বিশেষণের প্রয়োগই। **পুনরাত্ত-দূষণ**—পুনরাত্ত নামক দোষ।

৬৩। এক্ষণে ভগ্নক্রম-দোষ দেখাইতেছেন। প্রত্যেক শ্লোকে চারিটী পাদ (চরণ বা খণ্ড) থাকে; "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ" শ্লোকে "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ" হইতে "নিতরাং" পর্য্যন্ত প্রথম পাদ; "যদেষা" হইতে "সুভগা" পর্য্যন্ত দ্বিতীয় পাদ; "দ্বিতীয়" হইতে "চরণা" পর্য্যন্ত তৃতীয় পাদ; এবং "ভবানীভর্ত্তুঃ" হইতে "অদ্ভুতগুণা" পর্য্যন্ত চতুর্থ-পাদ। **অনুপ্রাস**—কোনও বাক্যে কোনও একটী অক্ষর পুনঃ পুনঃ ব্যবহৃত হইলে অনুপ্রাস-অলঙ্কার হয় (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য)। **তিনপাদে অনুপ্রাস**—"মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ" শ্লোকের তিন পাদে অনুপ্রাস আছে; প্রথম পাদে "ত" এর অনুপ্রাস, তৃতীয় পাদে "র" এর অনুপ্রাস এবং চতুর্থ-পাদে "ভ" এর অনুপ্রাস। **অনুপম**—উপমারহিত; অতুলনীয়। উক্ত তিন পাদের অনুপ্রাস গুলি অতুলনীয়-রূপে সুন্দর। **এক-পাদে নাহি**—কিন্তু এক পাদে, শ্লোকের দ্বিতীয় পাদে, কোনও অনুপ্রাস নাই। শ্লোকে চারিটী পাদের মধ্যে তিনটী পাদে অনুপ্রাস থাকায়, কিন্তু একটী পাদে না থাকায় শ্লোকের উপক্রম-উপসংহার—আদ্যোপান্ত—একরূপ হইল না; আদ্যোপান্ত একরূপ না হইলেই "ভগ্নক্রম-দোষ" হইয়াছে বলা হয়। যদি দ্বিতীয় পাদেও অনুপ্রাস থাকিত, কিম্বা যদি কোনও পাদেই অনুপ্রাস না থাকিত, তাহা হইলেই অনুপ্রাসের ভগ্নক্রম-দোষ হইত না।

৬৪। **পঞ্চঅলঙ্কার**—উক্ত শ্লোকে পাঁচটী অলঙ্কার আছে; দুইটী শব্দালঙ্কার ও তিনটী অর্থালঙ্কার। এই পাঁচটী অলঙ্কারের বিবরণ পরবর্ত্তী ৬৭-৭৭ পয়ারে প্রদত্ত হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ারে অলঙ্কারের অর্থ দ্রষ্টব্য। **ছারখার**—নষ্ট।

দশ অলঙ্কারে যদি এক শ্লোক হয়।
এক দোষে সব অলঙ্কার হয় ক্ষয় ॥ ৬৫
সুন্দর শরীর যৈছে ভূষণে ভূষিত।
এক শ্বেতকুষ্ঠে যৈছে করয়ে বিগীত ॥ ৬৬

তথাহি ভরতমুনিবাক্যম্—

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং দোষযুক্ চেদ্‌বিভূষিতম্।
স্যাদ্‌বপুঃ সুন্দরমপি শ্বিত্রেণৈকেন দুর্ভগম্ ॥ ৫

পঞ্চ অলঙ্কারের এবে শুনহ বিচার।
দুই শব্দালঙ্কার, তিন অর্থ-অলঙ্কার ॥ ৬৭
শব্দালঙ্কার,—তিন পাদে আছে অনুপ্রাস।
'শ্রীলক্ষ্মী'-শব্দে 'পুনরুক্তবদাভাস' ॥ ৬৮
প্রথম-চরণে পঞ্চ ত-কারের পাঁতি।
তৃতীয়-চরণে হয় পঞ্চ রেফ-স্থিতি ॥ ৬৯
চতুর্থ চরণে চারি ভকার প্রকাশ।
অতএব শব্দ-অলঙ্কার 'অনুপ্রাস' ॥ ৭০

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

রসালঙ্কারেতি। রসাঃ শৃঙ্গারাদয়ঃ, অলঙ্কারাঃ উপমাদয়ঃ তৈর্যুক্তং কাব্যং কবিবচনং বিভূষিতং ভবতি। চেৎ যদি দোষযুক্ দোষযুক্তং ভবতি—যথা সুন্দরং সুগঠিতং সুদৃশ্যং সুসজ্জিতমপি বপুঃ শরীরং একেন শ্বিত্রেণ ধবলকুষ্ঠেন দুর্ভগং সদ্ভিরসেবিতং নিন্দিতং চ ভবতি, তথা তদপি। ৫।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৬৫-৬৬। সুন্দর শরীরে যদি একটীমাত্র শ্বেতকুষ্ঠের চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে নানাবিধ ভূষণে ভূষিত হইলেও যেমন ঐ শরীর নিন্দনীয় বলিয়াই পরিগণিত হয়, তদ্রূপ, একটী শ্লোকের মধ্যে দশটী অলঙ্কার থাকিলেও যদি তাহাতে একটী মাত্র দোষ থাকে, তাহা হইলে ঐ একটী দোষের জন্যই সমস্ত অলঙ্কারের গুণ নষ্ট হইয়া যায়—উপেক্ষিত হয়, দোষটীই প্রাধান্য লাভ করে।

অলঙ্কার হয় ক্ষয়—অলঙ্কারের গুণ (সৌন্দর্য্য) নষ্ট হয়। **ভূষণে**—রত্নালঙ্কারাদিতে। **ভূষিত**—সজ্জিত। **শ্বেতকুষ্ঠ**—ধবল রোগ। **বিগীত**—নিন্দিত।

শ্লো। ৫। অন্বয়। রসালঙ্কারবৎ (রসালঙ্কারবিশিষ্ট) কাব্যং (কাব্য) চেৎ (যদি) দোষযুক্ (দোষযুক্ত) [ভবতি] (হয়) [তদা] (তাহা হইলে), বিভূষিতং (সুসজ্জিত) সুন্দরং (এবং সুন্দর) বপুঃ অপি (শরীরও) [যথা] (যেরূপ) একেন (এক—অল্প) শ্বিত্রেণ (শ্বেতকুষ্ঠ দ্বারা) দুর্ভগং (নিন্দিত) [ভবতি] (হয়), [তথা] (তদ্রূপ) [ভবতি] (হয়)।

অনুবাদ। অলঙ্কারে বিভূষিত সুন্দর দেহও যেমন অল্পমাত্র শ্বেতকুষ্ঠযুক্ত হইলে নিন্দিত হয়, তদ্রূপ রসালঙ্কারবিশিষ্ট কাব্যও দোষযুক্ত হইলে নিন্দিত হয়। ৫।

রসালঙ্কারবৎ কাব্যং—রসময় এবং অলঙ্কারবিশিষ্ট কাব্য। ৬৫-৬৬ পয়ারোক্তির প্রমাণ এই শ্লোক।

৬৭। এক্ষণে ৬৪ পয়ারোক্ত পাঁচটী অলঙ্কারের কথা বলিতেছেন। দুইটী শব্দালঙ্কার এবং তিনটী অর্থালঙ্কার —এই পাঁচটী অলঙ্কার। অনুপ্রাস ও পুনরুক্তবদাভাস এই দুইটী শব্দালঙ্কার এবং উপমা, বিরোধাভাস ও অনুমান এই তিনটী অর্থালঙ্কার।

৬৮। দুইটী শব্দালঙ্কারের মধ্যে একটী অনুপ্রাস এবং অপরটী পুনরুক্তবদাভাস। শ্লোকের প্রথম, তৃতীয় এবং চতুর্থ এই তিন পাদে অনুপ্রাস এবং "শ্রীলক্ষ্মী"-শব্দে পুনরুক্তবদাভাস-অলঙ্কার। পুনরুক্তবদাভাসের লক্ষণ ৭১-৭২ পয়ারের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য।

৬৯-৭০। শ্লোকের প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ পাদের অনুপ্রাসের কথা বিস্তৃতরূপে বলিতেছেন।

'শ্রী'-শব্দে 'লক্ষ্মী'-শব্দে এক বস্তু উক্ত।
পুনরুক্তপ্রায় ভাসে, নহে পুনরুক্ত ॥ ৭১
'শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী' অর্থে—অর্থের বিভেদ।
'পুনরুক্তবদাভাস' শব্দালঙ্কারভেদ ॥ ৭২

'লক্ষ্মীরিব' অর্থালঙ্কার 'উপমা' প্রকাশ।
আর অর্থালঙ্কার আছে, নাম 'বিরোধাভাস' ॥৭৩
গঙ্গাতে কমল জন্মে—সভার সুবোধ।
কমলে গঙ্গার জন্ম—অত্যন্ত বিরোধ ॥ ৭৪

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

প্রথমচরণে—প্রথম পাদে। **পাঁতি**—পংক্তি।

পঞ্চ ত-কারের পাঁতি—শ্লোকের প্রথম চরণে পাঁচটী ত-কার আছে; মহত্ত্বং-শব্দে একটী, সততং-শব্দে দুইটী, আভাতি-শব্দে একটী এবং নিতরাং-শব্দে একটী—এই মোট পাঁচটী ত-কার। **রেফ্**—র-কার। **তৃতীয় চরণে** ইত্যাদি—তৃতীয় চরণে পাঁচটী র-কার আছে; লক্ষ্মীরিব-শব্দে একটী, সুর-শব্দে একটী, নরৈরর্চ্চ্য-শব্দে দুইটী এবং চরণা-শব্দে একটী—এই পাঁচটী র-কার আছে। **চতুর্থ চরণে** ইত্যাদি—চতুর্থ চরণে চারিটী ভ-কার আছে; ভবানী-শব্দে একটী, ভর্ত্তুঃ-শব্দে একটী, বিভবতি-শব্দে একটী এবং অদ্ভুত-শব্দে একটী—এই চারিটী ভ-কার আছে। **অতএব** ইত্যাদি—ত, র এবং ভ এর পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ হওয়াতে অনুপ্রাস নামক শব্দালঙ্কার হইয়াছে।

৭১-৭২। শ্রীলক্ষ্মী-শব্দে যে পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার হইয়াছে, এক্ষণে তাহা দেখাইতেছেন।

যদি কোনও বাক্যে এরূপ দুইটী শব্দ ব্যবহৃত হয়, যাহাদিগকে একার্থবাচক বলিয়া মনে হয়, কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা ঐ বাক্যে একার্থবাচক নহে—পরন্তু বিভিন্ন অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে ঐ শব্দগুলির ব্যবহারে পুনরুক্তবদাভাস অলঙ্কার হয়। পুনরুক্তবদাভাসঃ পুনরুক্তবদেব যঃ। অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৭। ১৯।

শ্রী-শব্দে ইত্যাদি—শ্রী-শব্দের একটী অর্থ লক্ষ্মী। সুতরাং "শ্রীলক্ষ্মী" বলিলে এক লক্ষ্মী শব্দই যেন দুইবার (শ্রী-শব্দে একবার, লক্ষ্মী-শব্দে একবার এই দুইবার) বলা (পুনরুক্ত) হইতেছে বলিয়া মনে হয়।

পুনরুক্তপ্রায়—পুনরুক্তবৎ; পুনরুক্তের মতন। **ভাসে**—প্রতীত হয়, মনে হয়। শ্রীশব্দের লক্ষ্মী অর্থ ধরিলে "শ্রীলক্ষ্মী"-শব্দে একার্থবাচক দুইটী শব্দ হইয়া পড়ে; তাহাতে একই বস্তুর পুনরুক্তি করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। **নহে পুনরুক্তি**—কিন্তু বস্তুতঃ পুনরুক্তি নহে; কারণ, "শ্রীলক্ষ্মী"-শব্দে লক্ষ্মী অর্থে শ্রীশব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। এস্থলে শ্রী-শব্দের অর্থ শোভা, সৌন্দর্য্য। শ্রীলক্ষ্মী অর্থ—শ্রীযুক্ত (বা শোভাযুক্ত) লক্ষ্মী। তাই **শ্রীযুক্ত লক্ষ্মী অর্থে**—শোভা-সম্পন্ন লক্ষ্মীদেবী-অর্থ ধরিলে। **অর্থের বিভেদ**—শ্রী ও লক্ষ্মী শব্দদ্বয়ের অর্থের বিভিন্নতা হয়; একার্থতা থাকে না; একার্থতা না থাকায় বস্তুতঃ পুনরুক্তি হয় না। এইরূপে, শ্রীলক্ষ্মী-শব্দে পুনরুক্তি হইয়াছে বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ পুনরুক্তি হয় নাই; তাই এস্থলে পুনরুক্তবদাভাস-অলঙ্কার হইয়াছে।

শব্দালঙ্কার ভেদ—পুনরুক্তবদাভাসও একজাতীয় শব্দালঙ্কার।

৭৩। দুইটী শব্দালঙ্কারের কথা বলিয়া তিনটী অর্থালঙ্কারের কথা বলিতেছেন। তিনটী অর্থালঙ্কারের মধ্যে একটী উপমা, একটী বিরোধাভাস এবং একটী অনুমান। ৭৩ পয়ারার্দ্ধে উপমালঙ্কার দেখাইতেছেন। উপমার লক্ষণ পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৩ পয়ারে দ্রষ্টব্য।

শ্লোকস্থ "লক্ষ্মীরিব"-পদে উপমালঙ্কার। সমানধর্ম্মস্থলে উপমালঙ্কার হয়। "লক্ষ্মীরিব সুরনরৈরর্চ্চ্যচরণা"-বাক্য হইতে জানা যায়, দেব-মনুষ্যগণ লক্ষ্মীর চরণ যেমন অর্চ্চনা করেন, গঙ্গার চরণও তেমনি অর্চ্চনা করেন; সুতরাং অর্চ্চনীয়ত্বাংশে লক্ষ্মী ও গঙ্গায় সমান; উপমান-লক্ষ্মীতে এবং উপমেয়-গঙ্গায় অর্চ্চনীয়ত্বরূপ সমানধর্ম্মের সম্বন্ধ থাকায় "লক্ষ্মীরিব"-পদে উপমালঙ্কার হইল।

লক্ষ্মীরিব ইত্যাদি—লক্ষ্মীরিব পদে উপমারূপ অর্থালঙ্কার প্রকাশ পাইয়াছে (ব্যক্ত হইয়াছে)।

৭৪। এক্ষণে বিরোধাভাসরূপ অর্থালঙ্কার দেখাইতেছেন। যে স্থলে প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিরোধ নাই,

ইহাঁ বিষ্ণুপাদপদ্মে গঙ্গার উৎপত্তি।
'বিরোধালঙ্কার' ইহা মহা চমৎকৃতি ॥ ৭৫
ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে গঙ্গার প্রকাশ।
ইহাতে বিরোধ নাহি 'বিরোধ-আভাস' ॥ ৭৬

তথাহি কস্যচিৎ—

অম্বুজমম্বুনি জাতং ক্বচিদপি ন জাতমম্বুজাদম্বু।
মুরভিদি তদ্বিপরীতং পাদাম্ভোজান্মহানদী জাতা ॥ ৬

শ্লোকের সংস্কৃত টীকা।

অম্বুজমিতি। অম্বুনি জলে অম্বুজং পদ্মং জাতমিতি প্রসিদ্ধম্। কদাচিৎ ক্বচিদপি কস্মিংশ্চিৎ স্থানেঽপি অম্বুজাৎ পদ্মাৎ অম্বুজং ন জাতম্। মুরভিদি মুরারৌ শ্রীগোবিন্দে তৎ তস্য বিপরীতং ভবেৎ; যথা তস্য মুরভিদঃ চরণকমলাৎ মহানদী গঙ্গা জাতা। ৬।

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অথচ আপাতঃদৃষ্টিতে বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়, সে স্থলে **বিরোধাভাস** অলঙ্কার হয়। বিরোধঃ স বিরোধাভঃ। বিরোধাভঃ ইতি বস্তুতো ন বিরোধঃ বিরোধ ইব ভাসত ইত্যর্থঃ, অঃ কৌঃ। ৮। ২৬ ॥

শ্লোকস্থ "এষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা—শ্রীবিষ্ণুর চরণকমল হইতে উৎপন্ন বলিয়া এই গঙ্গা সৌভাগ্য-বতী"—এই বাক্যান্তর্গত "কমলোৎপত্তি"-পদে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইয়াছে। উক্ত বাক্যে বলা হইল, (বিষ্ণুর চরণরূপ) কমলে (জলরূপা) গঙ্গার উৎপত্তি; কিন্তু সাধারণতঃ গঙ্গাতেই (জলেই) কমল জন্মে, কখনও কমলে গঙ্গা (বা জল) জন্মে না; সুতরাং কমলে (পদ্মে) গঙ্গার (জলের) জন্ম বলিলে, সর্ব্বজনবিদিত সত্যের সঙ্গে বিরোধ মনে হয়; কিন্তু বস্তুতঃ এস্থলে কোনও বিরোধ নাই; কারণ, সাধারণ কমলে সাধারণ জলের জন্ম অসম্ভব হইলেও ঈশ্বরের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে শ্রীবিষ্ণুর চরণরূপ কমলে জলের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী গঙ্গার জন্ম সম্ভব হইয়াছে; সুতরাং শ্লোকস্থ বাক্যে সাধারণ সত্যের সহিত বিরোধ আছে বলিয়া আপাততঃ মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিরোধ নাই; তাই এস্থলে বিরোধাভাস অলঙ্কার হইয়াছে।

সভার সুবোধ—সকলেরই সুবিদিত; সকলেরই জানা কথা। **কমল**—পদ্ম। **গঙ্গার জন্ম**—জলের জন্ম। গঙ্গাদেবী জলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিয়া এবং এক স্বরূপে তিনি জলরূপা বলিয়া জল-অর্থেই এস্থলে গঙ্গাশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। **অত্যন্ত বিরোধ**—প্রচলিত সত্যের সঙ্গে একান্ত বিরোধ; ইহা সর্ব্বজনবিদিত সত্যের বিরোধী।

৭৫-৭৬। **ইহাঁ**—এই বাক্যে; শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা-বাক্যে। **বিষ্ণুপাদপদ্মে**—বিষ্ণুর চরণরূপ পদ্মে। **ইহা বিষ্ণুপাদপদ্মে** ইত্যাদি—যদি কেহ বলে যে, পদ্মে জলের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা হইলে ইহা সর্ব্বজন-বিদিত সত্যের প্রতিকূল উক্তিই হইবে; অথচ কিন্তু শ্লোকস্থ "শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তিসুভগা"-বাক্যে বলা হইল, বিষ্ণুর চরণকমলেই গঙ্গার উৎপত্তি। **বিরোধালঙ্কার** ইত্যাদি—ইহা অত্যন্ত অদ্ভুত উক্তি এবং চমৎকৃতিদ্বারা ইহা বাক্যের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছে বলিয়া ইহাও অলঙ্কারই; সত্যের সহিত বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়; কিন্তু বস্তুতঃ কোনও বিরোধ নাই; তাই, ইহাকে বিরোধালঙ্কার অর্থাৎ বিরোধাভাস-অলঙ্কার বলা হয়। **অচিন্ত্যশক্তি**—যে শক্তির ক্রিয়া সাধারণ-চিন্তাশক্তির অতীত; বুদ্ধি-বিবেচনা দ্বারা যে শক্তির ক্রিয়ার যৌক্তিকতা বুঝা যায় না। **ঈশ্বর-অচিন্ত্যশক্ত্যে** ইত্যাদি—কমলে গঙ্গার (জলের) জন্ম সাধারণতঃ অসম্ভব হইলেও ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে শ্রীবিষ্ণুর চরণকমলে গঙ্গার প্রকাশ (আবির্ভাব) সম্ভব হইয়াছে; সুতরাং **ইহাতে বিরোধ নাহি**—শ্রীবিষ্ণোশ্চরণ-কমল-ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বজনবিদিত সত্যের সহিত প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও বিরোধ নাই, **বিরোধ-আভাস**—বিরোধের আভাসমাত্র (ছায়া) আছে; আপাতঃ দৃষ্টিতে বিরোধ আছে বলিয়া প্রতীতি হয় মাত্র। কিন্তু বস্তুতঃ বিরোধ নহে। ইহা বিরোধাভাস-অলঙ্কার। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭৪ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

শ্লো। ৬। অন্বয়। অম্বুনি (জলে) অম্বুজং (পদ্ম) জাতং (জাত হয়—জন্মে) ক্বচিদপি (কোথায়ও)

গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য, সাধন তাহার—।
বিষ্ণুপাদোৎপত্তি—'অনুমান' অলঙ্কার ॥ ৭৭
স্থূল এই পঞ্চ দোষ, পঞ্চ অলঙ্কার।
সূক্ষ্ম বিচারিয়ে যদি—আছয়ে অপার ॥ ৭৮

প্রতিভা-কবিত্ব তোমার দেবতাপ্রসাদে।
অবিচার-কবিত্বে অবশ্য পড়ে দোষ-বাদে ॥ ৭৯
বিচারি কবিত্ব কৈলে হয় সুনির্ম্মল।
সালঙ্কার হৈলে—অর্থ করে ঝলমল ॥ ৮০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

অম্বুজাৎ (পদ্ম হইতে) অম্বু (জল) ন জাতং (জন্মে না)। মুরভিদি (মুরারিতে—বিষ্ণুতে) তদ্‌বিপরীতং (তাহার বিপরীত) [যথা তস্য] (যেহেতু তাঁহার) পাদাম্ভোজাৎ (চরণকমল হইতে) মহানদী (গঙ্গা) জাতা (উৎপন্না—জন্মিয়াছে)।

অনুবাদ। জলেই পদ্ম জন্মে, কোথায়ও পদ্ম হইতে জল জন্মে না ; কিন্তু বিষ্ণুতে তাহার বিপরীত ; যেহেতু তাঁহার পাদপদ্ম হইতে মহনদী গঙ্গার জন্ম হইয়াছে। ৬।

৭৬ পয়ারের প্রথমার্দ্ধের প্রমাণ এই শ্লোক।

৭৭। এক্ষণে অনুমান-অলঙ্কার দেখাইতেছেন। "মহত্ত্বং গঙ্গায়াঃ"—শ্লোকের প্রথম দুই চরণে অনুমান-অলঙ্কার হইয়াছে। সাধ্য ও সাধনের কথনকে অনুমান-অলঙ্কার বলে। সাধ্যসাধনসদ্ভাবেঽনুমানমনুমানবৎ। অলঙ্কার-কৌস্তুভ। ৮। ৩৮।

সাধ্য—প্রতিপাদ্য-বিষয় ; যাহা প্রমাণ করিতে হইবে। **সাধন**—হেতু, কারণ। **গঙ্গার মহত্ত্ব সাধ্য**—গঙ্গার মহত্ত্বই এই শ্লোকের প্রতিপাদ্য বিষয় ; গঙ্গার মহত্ত্ব স্থাপন করাই এই শ্লোকের উদ্দেশ্য ; সুতরাং গঙ্গার মহত্ত্বই হইল এস্থলে সাধ্য বস্তু। **সাধন তাহার বিষ্ণুপাদোৎপত্তি**—বিষ্ণুপাদোৎপত্তিই হইল তাহার (মহত্ত্বের) সাধন (বা হেতু)। বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াই গঙ্গার এই মহত্ত্ব ; সুতরাং বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উৎপত্তিই হইল গঙ্গার মহত্ত্বের কারণ (সাধন)। সাধ্য ও সাধন একসঙ্গে উল্লিখিত হইলেই অনুমান-অলঙ্কার হয়। শ্লোকে গঙ্গার মহত্ত্বও (সাধ্যও) বলা হইয়াছে এবং যে জন্য এই মহত্ত্ব, তাহাও (সাধনও) বলা হইয়াছে ; তাই এস্থলে অনুমান-অলঙ্কার হইল।

৭৮। **স্থূল**—মোটামুটি। মোটামোটিভাবে বিচার করিলে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশাদি পাঁচটী দোষ এবং অনুপ্রাসাদি পাঁচটী অলঙ্কার এই শ্লোকে দেখিতে পাওয়া যায় ; সূক্ষ্মরূপে বিচার করিলে আরও অনেক দোষ ও গুণ দেখিতে পাওয়া যাইবে। **অপার**—অনেক। **সূক্ষ্মবিচারিয়ে**—পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিলে।

৭৯। **প্রতিভা**—পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৫ পয়ারের টীকা দ্রষ্টব্য।

প্রতিভা-কবিত্ব—প্রতিভা-জাত কবিত্ব ; প্রতিভার প্রভাবে যে কবিত্ব স্ফুরিত হইয়াছে। **দেবতা-প্রসাদে**—দেবতার অনুগ্রহে। **অবিচার কবিত্বে**—বিচারহীন কবিত্বে। **পড়ে দোষ-বাদে**—দোষরূপ বাদ পড়ে ; দোষ থাকিয়া যায়।

মহাপ্রভু দিগ্‌বিজয়ীকে বলিলেন—"পণ্ডিত! দেবতার অনুগ্রহে তুমি অলৌকিকী প্রতিভা লাভ করিয়াছ; সেই প্রতিভার বলে কোনওরূপ বিচার-বিবেচনা না করিয়াই তুমি অনর্গল কবিতা রচনা করিয়া যাইতে পার ; কিন্তু বিচারহীন-কবিতায় নিশ্চয়ই কোনও না কোনও দোষ থাকিবেই।"

৮০। **বিচারি**—বিচার করিয়া ; দোষগুণ বিচার করিয়া। **কবিত্ব কৈলে**—কবিতা রচনা করিলে। **সুনির্ম্মল—দোষশূন্য**। **সালঙ্কার হৈলে**—দোষশূন্য কবিতায় যদি আবার অলঙ্কার থাকে। **অর্থ করে ঝলমল**—অর্থ অতি পরিষ্কার ও সুন্দর হয়।

শুনিঞা প্রভুর ব্যাখ্যা দিগ্বিজয়ী বিস্মিত।
মুখে না নিঃসরে বাক্য, প্রতিভা স্তম্ভিত ॥ ৮১
কহিতে চাহয়ে কিছু, না আইসে উত্তর।
তবে মনে বিচারয়ে হইয়া ফাঁফর—॥ ৮২
পঢ়ুয়া বালক কৈল মোর বুদ্ধিলোপ।
জানি সরস্বতী মোরে করিয়াছেন কোপ ॥ ৮৩
যে ব্যাখ্যা করিল, সে মনুষ্যের নহে শক্তি।
নিমাইর মুখে রহি বোলে আপনে সরস্বতী ॥ ৮৪
এত ভাবি কহে—শুন নিমাই পণ্ডিত।
তোমার ব্যাখ্যা শুনি আমি হইলাও বিস্মিত ॥ ৮৫
অলঙ্কার নাহি পড়, নাহি শাস্ত্রাভ্যাস।
কেমনে এ সব অর্থ করিলে প্রকাশ ? ॥ ৮৬
ইহা শুনি মহাপ্রভু অতি বড় রঙ্গী।
তাঁহার হৃদয় জানি কহে করি ভঙ্গী—॥৮৭
শাস্ত্রের বিচার ভাল মন্দ নাহি জানি ॥
সরস্বতী যে বোলায়, বলি সেই বাণী ॥ ৮৮
ইহা শুনি দিগ্বিজয়ী করিল নিশ্চয়—।
শিশুদ্বারে দেবী মোরে কৈল পরাজয় ॥ ৮৯
আজি তাঁরে নিবেদিব করি জপ-ধ্যান।
শিশুদ্বারে কৈল মোরে এত অপমান ॥ ৯০

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৮১-৮২। **বিস্মিত**—আশ্চর্য্যান্বিত। "বালক নিমাই—যিনি বাল-শাস্ত্র ব্যাকরণ মাত্র পড়িয়াছেন, ব্যাকরণ-মাত্র পড়ান, ব্যাকরণের মধ্যেও আবার অতি সরল কলাপব্যাকরণমাত্র যিনি পড়ান, অলঙ্কার-শাস্ত্রাদি যিনি কখনও পড়েন নাই—যাঁহাকে এখন পর্য্যন্ত সামান্য পড়ুয়া (ছাত্র) মাত্র মনে করা যায়—সেই বালক নিমাই আমার ন্যায় দিগ্‌-বিজয়ী পণ্ডিতের রচিত শ্লোকের—অলঙ্কারশাস্ত্রানুকূল এরূপ সূক্ষ্মবিচার করিলেন! আমার শ্লোকের এত গুলি দোষ বাহির করিলেন !!"—এ সমস্ত ভাবিয়া দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত বিস্মিত হইয়া পড়িলেন। **না নিঃসরে বাক্য**—কথা বাহির হয় না (বিস্ময়ে)। **প্রতিভা স্তম্ভিত**—তাহার প্রতিভা (প্রত্যুৎপন্নমতি) জড়ীভূত হইয়া গেল, যেন লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হইল। **ফাঁফর**—কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়।

৮৩-৮৪। বিস্মিত হইয়া দিগ্‌বিজয়ী মনে মনে যাহা বিচার করিলেন, তাহা এই দুই পয়ারে ব্যক্ত হইয়াছে। **পঢ়ুয়া**—ছাত্র; যে এখনও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন মাত্র করিতেছে; যাহার পঠদ্দশা এখনও শেষ হয় নাই। **বুদ্ধিলোপ**—পঢ়ুয়া-বালকের আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্য দেখিয়া যেন আমার বুদ্ধিলোপ পাইল। **জানি**—ইহাতে আমার মনে হইতেছে যে, **সরস্বতী মোরে** ইত্যাদি—সরস্বতী আমার প্রতি রুষ্ট হইয়াছেন। **কোপ**—রোষ, ক্রোধ। **যে ব্যাখ্যা করিল** ইত্যাদি—নিমাই-পণ্ডিত যেরূপ ব্যাখ্যা করিলেন, মানুষের শক্তিতে কেহ এরূপ ব্যাখ্যা করিতে পারেনা; স্বয়ং সরস্বতীই নিমাইয়ের মুখ দিয়া এই ব্যাখ্যা প্রকাশ করিয়াছেন।

৮৬। **অলঙ্কার**—অলঙ্কার-শাস্ত্র। **নাহি শাস্ত্রাভ্যাস**—অন্য শাস্ত্রের আলোচনাও তোমার নাই। **এসব অর্থ**—পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ অলঙ্কারাদি।

৮৭-৮৮। **রঙ্গী**—কৌতুকী। **তাঁহার হৃদয় জানি**—দিগ্‌বিজয়ীর মনের ভাব জানিয়া। দিগ্‌বিজয়ী মনে ভাবিয়াছিলেন যে, স্বয়ং সরস্বতীই নিমাইয়ের মুখ দিয়া কথা বলাইয়াছেন। অন্তর্য্যামী প্রভু তাহা জানিতে পারিয়া একটু রঙ্গ করার উদ্দেশ্যে দিগ্‌বিজয়ীর মনোগত ভাবের অনুকূল উত্তরই দিলেন; তিনি বলিলেন—"আমি শাস্ত্রবিচার জানিনা, ভালমন্দ—দোষগুণের বিচারও জানি না; সরস্বতী যাহা কহাইয়াছেন, আমি মাত্র তাহাই কহিয়াছি।" **বাণী**—কথা। **বোলায়**—কহায়।

৮৯। প্রভুর কথা শুনিয়া দিগ্‌বিজয়ীর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল যে, স্বয়ং সরস্বতীই এই শিশু-নিমাইয়ের দ্বারা তাঁহাকে পরাজিত করাইলেন। **দেবী**—সরস্বতী।

৯০। দিগ্‌বিজয়ী সঙ্কল্প করিলেন—"বাসায় গিয়া আজই আমি সরস্বতীর জপ করিব, ধ্যান করিব; তাঁহার চরণে নিবেদন করিব—কেন তিনি এই শিশু-নিমাইদ্বারা তাঁহার চিরকালের সেবক আমার অপমান করাইলেন ?"

বস্তুত সরস্বতী অশুদ্ধ শ্লোক করাইল।
বিচার সময়ে তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিল। ৯১
তবে শিষ্যগণ সব হাসিতে লাগিল।
তা-সভা নিষেধি প্রভু কবিরে কহিল ॥ ৯২
তুমি বড় পণ্ডিত মহাকবি শিরোমণি।
যার মুখে বাহিরায় ঐছে কাব্যবাণী ॥ ৯৩
তোমার কবিত্ব যৈছে গঙ্গাজলধার।
তোমা সম কবি কোথা নাহি দেখি আর ॥ ৯৪
ভবভূতি জয়দেব আর কালিদাস।
তা-সভার কবিত্বে আছে দোষের প্রকাশ ॥ ৯৫

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

৯১। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সরস্বতীর বরেই দিগ্বিজয়ীর কবিত্ব-শক্তি; তাহাই যদি হয়, তবে দিগ্বিজয়ীর শ্লোকে এত ত্রুটি থাকিবে কেন? এরূপ প্রশ্ন আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন "বস্তুতঃ সরস্বতী" ইত্যাদি।—"দিগ্বিজয়ী যে সরস্বতীর কৃপার পাত্র, তাহাতে সন্দেহ নাই; তবে কবিত্ব-শক্তি—বিশুদ্ধ-শ্লোকরচনার শক্তি—কবিত্ব-প্রতিভায় বা শাস্ত্রবিচারে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতগণকে পরাজিত করিবার শক্তি—এ সমস্ত সরস্বতীর কৃপার সামান্য বিকাশ মাত্র। সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তি, ভগবচ্চরণে আশ্রয় গ্রহণের সৌভাগ্য দানেই তাঁহার কৃপার চরম অভিব্যক্তি। দিগ্বিজয়ীর প্রতি তাঁহার কৃপার পরাকাষ্ঠা দেখাইবার উদ্দেশ্যেই (পরবর্ত্তী ১০০-১০১ পয়ার দ্রষ্টব্য) দেবী সরস্বতী আজ তাঁহার (দিগ্বিজয়ীর) মুখে অশুদ্ধ—দোষযুক্ত—শ্লোক প্রকাশ করাইলেন এবং শ্লোকের দোষ-গুণ-বিচারের বুদ্ধিও প্রচ্ছন্ন করিয়া দিলেন।" এইরূপ করার হেতু বোধ হয় এই:—"শাস্ত্রবিচারে নানাদেশের বহুসংখ্যক পণ্ডিতকে পরাজিত করিতে করিতে দিগ্বিজয়ীর চিত্ত অহঙ্কারে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল; তাঁহার অদ্ভুত কবিত্ব-শক্তিও এই অহঙ্কারের পুষ্টিসাধন করিয়াছিল। নিজের শক্তি-সামর্থ্যাদিসম্বন্ধে অত্যুচ্চ ধারণাই অহঙ্কারে মূল; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই ধারণা চিত্তে বিরাজিত থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান হৃদয়ে স্থান পাইতে পারে না; নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান না জন্মিলেও ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের বাসনা হৃদয়ে উন্মেষিত হইতে পারে না। তাঁহাকে ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের যোগ্যতাদানের উদ্দেশ্যে—তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া তাঁহার চিত্তে নিজের সম্বন্ধে হেয়তাজ্ঞান জন্মাইবার উদ্দেশ্যেই—দেবী সরস্বতী দিগ্বিজয়ীর বিচার-বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন করিয়া তাঁহাদ্বারা অশুদ্ধ শ্লোক রচনা করাইলেন।"

৯২। দিগ্বিজয়ীর পরাজয় দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাসিতে লাগিল। তাহাদের হাসিবার কারণও ছিল; দিগ্বিজয়ী প্রভুর সাক্ষাতে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই খুব গর্ব্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন; প্রভু বাল-শাস্ত্র ব্যাকরণ মাত্র পড়ান—তাতেও আবার অতি সরল কলাপব্যাকরণ মাত্র পড়ান—প্রভু অলঙ্কারশাস্ত্র পড়েন নাই, সুতরাং কাব্যের বিচারে নিতান্ত অসমর্থ—ইত্যাদি অনেক কথা বলিয়া প্রভুর প্রতি যথেষ্ট অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে প্রভুর শিষ্যদের মনেও বেশ আঘাত লাগিয়াছিল। এক্ষণে প্রভু যখন দিগ্বিজয়ীর শ্লোকের নানাবিধ দোষ দেখাইয়া দিলেন, তখন তাহারা বুঝিতে পরিল—দিগ্বিজয়ীর গর্ব্বের ভিত্তি কতদূর গাঢ়, তাঁহার বাগাড়ম্বরের কতটুকু মূল্য; আর ইহাও তাহারা বুঝিতে পারিল যে, তাহাদের গুরু—অধ্যাপক—বালক-নিমাইয়ের কি অগাধ পাণ্ডিত্য, অথচ কিরূপ নিরভিমান তিনি! তাহারাও বালক, চপলমতি; ইহা বুঝিতে পারিয়া তাহাদের হাসি পাওয়া অস্বাভাবিক নহে। তাহারা হাসিয়া ফেলিল। কিন্তু বয়সে নবীন হইলেও প্রভু মানী ব্যক্তির সম্মান বুঝেন, পরাজিত প্রতিপক্ষেরও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানেন। বালক-শিষ্যদের হাসিতে দিগ্বিজয়ীর পরাজয়ের অপমান আরও বর্দ্ধিত হইবে ভাবিয়া তিনি তাঁহার শিষ্যদের হাসি থামাইতে আদেশ করিলেন এবং দিগ্বিজয়ীর অপমানক্ষুব্ধ চিত্তের কথঞ্চিৎ সান্ত্বনার নিমিত্ত তাঁহার অলৌকিকী শক্তির প্রশংসা করিতে লাগিলেন। **তা-সভা**—শিষ্যদিগকে। **নিষেধি**—নিষেধ করিয়া; হাসিতে নিষেধ করিয়া।

৯৩-৯৮। **বড় পণ্ডিত**—উচ্চ দরের পণ্ডিত। **মহাকবি-শিরোমণি**—মহাকবিদিগের শিরোমণি; মহাকাব্যরচয়িতা কবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। **কাব্যবাণী**—কবিত্বপূর্ণ বাক্য। **গঙ্গাজলধার**—গঙ্গাজলের ধারার

দোষ গুণ বিচার এই 'অল্প' করি মানি।
কবিত্বকরণে শক্তি—তাহা যে বাখানি ॥ ৯৬
শৈশব চাঞ্চল্য কিছু না লবে আমার।
শিষ্যের সমান মুঞি না হই তোমার ॥ ৯৭
আজি বাসা যাহ, কালি মিলিব আবার।
শুনিব তোমার মুখে শাস্ত্রের বিচার ॥ ৯৮
এইমতে নিজঘরে গেলা দুইজন।
কবি রাত্রে কৈল সরস্বতী আরাধন ॥ ৯৯
সরস্বতী স্বপ্নে তারে উপদেশ কৈল।
সাক্ষাৎ ঈশ্বর করি প্রভুকে জানিল ॥ ১০০
প্রাতে আসি প্রভু-পদে লইল শরণ।
প্রভু কৃপা কৈল, তাঁর খণ্ডিল বন্ধন ॥ ১০১
ভাগ্যবন্ত দিগ্বিজয়ী সফলজীবন।
বিদ্যাবলে পাইল মহাপ্রভুর চরণ ॥ ১০২
এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবন দাস।
যে কিছু বিশেষ ইহাঁ করিল প্রকাশ ॥ ১০৩

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

ন্যায় অনর্গল এবং পবিত্র; গঙ্গার মাহাত্ম্য-ব্যঞ্জক শ্লোকগুলিকে লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ প্রভু বলিতেছেন, "তোমার গঙ্গার মাহাত্ম্যব্যঞ্জক শ্লোকগুলি গঙ্গাধারার ন্যায়ই পবিত্র এবং অনর্গল।" **ভবভূতি** ইত্যাদি—ভবভূতি, জয়দেব এবং কালিদাস ইঁহারা প্রত্যেকেই অতি প্রসিদ্ধ কবি; কিন্তু তাঁহাদের কবিতায়ও কিছু না কিছু দোষ দেখা যায়। **দোষ-গুণের বিচার** ইত্যাদি—কাব্যের দোষ-গুণের বিচার সামান্য ব্যাপার, ইহা খুব বেশী শক্তির পরিচায়ক নহে; অনেকেই কাব্যের দোষ-গুণের বিচার করিতে পারে; কিন্তু কবিতা-রচনা অতি কঠিন ব্যাপার; অনেকেই কাব্য-রচনা করিতে পারেনা; কাব্য-রচনার শক্তি বাস্তবিকই প্রশংসনীয়—কাব্যের দোষ-গুণ বিচারের শক্তি অপেক্ষা বহু গুণে প্রশংসনীয়। **শৈশব-চাঞ্চল্য**—শৈশব-সুলভ চপলতা। প্রভু দিগ্‌বিজয়ীকে বলিলেন—আমি শিশু; শিশুর চপলতা স্বাভাবিক; এই বালস্বভাব সুলভ চপলতাবশতঃই আমি তোমার সাক্ষাতে বাচালতা প্রকাশ করিয়াছি, তোমার ন্যায় মহাকবির রচিত শ্লোকের দোষ-গুণ বিচারের স্পর্দ্ধা দেখাইয়াছি। বস্তুতঃ তোমার কবিত্বের দোষ-গুণ বিচারের যোগ্যতা আমার নাই; আমি তোমার শিষ্যের তুল্যও নহি—তোমার শিষ্যের যে জ্ঞান আছে, আমার তাহাও নাই। জ্ঞানে এবং বয়সে তুমি প্রাচীন; দয়া করিয়া তুমি আমার বাচালতা ক্ষমা কর, বালকের বাচালতায় মনে কোনওরূপ কষ্ট অনুভব করিওনা। আজ আর তোমার সময় নষ্ট করিবনা; আজ এখন বাসায় যাও; কল্য আবার তোমার সঙ্গে মিলিত হইব এবং তোমার মুখে শাস্ত্রবিচার শুনিয়া কৃতার্থ হইব।"

প্রভু নিজের হেয়তা এবং দিগ্‌বিজয়ীর গুণ-গরিমা খ্যাপন করিয়া তাঁহার পরাজয়ের বেদনা কিঞ্চিৎ প্রশমিত করিতে চেষ্টা করিলেন।

৯৯-১০০। উভয়ে গৃহে গেলেন। রাত্রিতে দিগ্‌বিজয়ী সরস্বতীর আরাধনা করিয়া তাঁহার চরণে স্বীয় মনোবেদনা নিবেদন করিলেন। দেবী-সরস্বতীও তাঁহার আরাধনায় সন্তুষ্ট হইয়া স্বপ্নযোগে দিগ্‌বিজয়ীকে দর্শন দিয়া যথাবিহিত উপদেশ দিলেন; সরস্বতীর উপদেশ হইতেই তিনি জানিতে পারিলেন যে, নিমাই-পণ্ডিত সামান্য মানুষ নহেন, পরন্তু সাক্ষাৎ ঈশ্বর—স্বয়ং ভগবান্।

১০১। সরস্বতীর কৃপায় এবং উপদেশে দিগ্‌বিজয়ীর গর্ব্ব-অহঙ্কারাদি মনের সমস্ত কালিমা ঘুচিয়া গেল; তিনি প্রাতঃকালে প্রভুর নিকটে আসিয়া তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলেন; প্রভুও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কৃপা করিলেন—চরণে স্থান দিলেন; তখনই দিগ্‌বিজয়ীর সংসার-বন্ধন ঘুচিয়া গেল।

১০৩। শ্রীলবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ডে একাদশ-অধ্যায়ে দিগ্‌বিজয়ী-পরাজয়-লীলা বর্ণন করিয়াছেন।

যে কিছু বিশেষ—শ্রীলবৃন্দাবনদাস যাহা বর্ণন করেন নাই, তাহাই এই গ্রন্থে বর্ণিত হইল।

চৈতন্যগোসাঞির লীলা অমৃতের ধার।
সর্ব্বেন্দ্রিয়তৃপ্ত হয় শ্রবণে যাহার ॥ ১০৪
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥ ১০৫

ইতি শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিখণ্ডে কৈশোর-লীলাসূত্রবর্ণনং নাম ষোড়শপরিচ্ছেদঃ ॥

গৌর-কৃপা-তরঙ্গিণী টীকা।

দিগ্‌বিজয়ীর কোন্ শ্লোকটী লইয়া প্রভু কিরূপে বিচার করিয়াছিলেন, কিরূপে দোষ-গুণের উদ্‌ঘাটন করিয়াছিলেন, বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তাহার বর্ণন করেন নাই; কবিরাজগোস্বামী তাহা বর্ণন করিলেন।

১০৪। **সর্ব্বেন্দ্রিয়**—সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়। **তৃপ্ত হয়**—তৃপ্তি লাভ করে; কোনও ইন্দ্রিয়ের আর নূতন কিছু বাসনা থাকে না। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর লীলা এতই মধুর এবং চিত্তাকর্ষক যে, এই লীলা-কথা-শ্রবণের সৌভাগ্য যাঁহার হয়, লীলার কৃপায় তাঁহার সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি এই লীলাতেই কেন্দ্রীভূত হইয়া থাকে, অন্য কোনও বিষয়েই আর তাহা ধাবিত হয় না; লীলার আস্বাদনেই সমস্ত ইন্দ্রিয়বৃত্তি পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।